ইসলামে পারিবারিক জীবন

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

ইসলামে পারিবারিক জীবন

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

অন্তিম প্রকাশনী

ইসলামে পারিবারিক জীবন

লেখক : হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

সম্পাদক : জিহাদুল ইসলাম

গ্রন্থস্বত্ব : অন্তিম প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ১৬ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৮ হিজরি
৩১শে আগস্ট, ২০২৬ ঈসায়ী

প্রকাশনায় : অন্তিম প্রকাশনী

নির্ধারিত মূল্য : ১২০ (একশত বিশ) টাকা।

ওয়েবসাইট : https://gazwatulhind.com
https://gazwatulhind.site

কাফেলা : https://linktr.ee/kafela_official

যোগাযোগ : backup.2024@hotmail.com

অন্যান্য বইগুলো : https://cutt.ly/kafelabooks
https://dl.gazwatulhind.com
https://dl.gazwatulhind.site

বই কিনুন : https://fb.com/OntimProkashoni

ISLAME PARIBARIK JIBON WRITTEN BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITOR: JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. 1st PUBLISHED ON: 31st AUGUST 2026 ISAYI, 16th RABI AL-AWWAL 1448 AH HIJRI.

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
লেখক পরিচিতি	০৫
ভূমিকা	০৬
পারিবারিক জীবন	০৭
পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব	০৭
পিতা-মাতার সেবা-যত্নে যেরূপ সচেতন হতে হবে	০৯
মুশরিক পিতা-মাতার সাথে সন্তানের উত্তম ব্যবহার করতে হবে	১২
প্রথমে আল্লাহর আনুগত্য, তার পরে পিতা-মাতার	১৫
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দ্বায়িত্ব	২৫
স্ত্রীর জন্য ব্যয় করলে তা ছদাকা বা দান হিসেবে গন্য হবে	২৬
স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে	২৯
স্ত্রীর সাথে আনন্দ	৩০
দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর করণীয়	৩১
আদর্শ নারীদের বৈশিষ্ট্য	৩২
স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক	৫০
স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী সহবাসে স্ত্রীর সম্মতি দিতে হবে	৫৪
স্ত্রী সহবাসের নিয়ম	৫৫
স্তন্যদান কালে স্ত্রী সহবাস করা	৫৯
স্ত্রী সহবাসের সময় বিবস্ত্র হওয়া যায়	৫৯
স্ত্রী সহবাসে নেকী লাভ	৬১
পারিবারিক জীবনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য সন্তান লাভ	৬২
সন্তান লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ	৬৪
আমীর বা তাকওয়াশীল ব্যক্তির নিকট হতে নবজাত শিশুর জন্য দু'আ ও তাহনীক করা	৬৫
জন্ম নিয়ন্ত্রণ শিশু হত্যার শামিল	৬৬

একটি বিষয় নিরসন	৭২
শিশুকে দুধপান করানো বা যে কোন খাদ্য খাওয়ানোর সময় “বিসমিল্লাহ” বলতে হবে	৭৫
শিশুকে ডান দিক হতে দুধ পান করানো উত্তম	৭৫
শিশুকে সাজের পর ঘরের বাহিরে রাখা যাবে না	৭৬
সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য	৭৭
১। আক্বিক্বাহ	৭৯
২। সপ্তম দিনে শিশুর মাথা মুণ্ডন করা	৮২
৩। শিশুর সুন্দর নাম রাখা	৮৩
আল্লাহর রসূল ﷺ মন্দ নামগুলো পরিবর্তন করে দিতেন	৮৩
যেই নামগুলো অপছন্দ	৮৪

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে “হাবীবুল্লাহ মাহমুদ” নামে চেনে। পিতা আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

জন্ম: তিনি ১৪১৬ হিজরীর জুমাদিউল আওয়াল মাসের ৬ তারিখ (ঈসায়ী ১৯৯৫ সালের ১লা অক্টোবর) রবিবার সকালে নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্গত উত্তর গাঁওপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্ধ্বতন পুরুষের নাম:

■ পিতার দিক হতে- আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী (রহঃ) বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী (রহিঃ)। যিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে ‘বদরী কাফেলা’ নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন।[১]

■ মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগিতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, (পৃষ্ঠা ৩০৬)।

ভূমিকা

"বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম"

ইন্নাল হামদা লিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়ানুছল্লি আলা রছূলিহিল কারীম। আম্মাবা'দ,

মহান আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে "ইসলামে পারিবারিক জীবন" গ্রন্থটি পাঠকদের নিকট পঠনের লক্ষ্যে উপস্থিত করতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ।

গ্রন্থটি শুরুতে "বিচার দিবস" গ্রন্থটির অংশবিশেষ হিসেবে লিখেছিলাম। অতঃপর, তা অনেক বড় হয়ে যাওয়ার কারণে "বিচার দিবস", "ইসলামে ব্যক্তিজীবন", "ইসলামে পারিবারিক জীবন", "ইসলামে সামাজিক জীবন" অংশগুলো পৃথক পৃথক নামকরণ করে প্রকাশ করেছি। যেন পাঠকগণ তা খুব সহজেই পড়তে পারেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা পাঠকদের উক্ত গ্রন্থটির ভাবার্থ বুঝে পড়ার ও তদানুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

পরিশেষে বইটি লেখায় শব্দগত কোন ভুল পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হলে অবশ্যই তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং পরবর্তী সংশোধনের জন্য অবগত করবেন। ইংশা আল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের প্রচেষ্ঠা করব।

নিবেদক
লেখক

পারিবারিক জীবন

সাধারণত পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান নিয়েই গঠিত হয় একটি পরিবার। আর এই পরিবারকে একটি আদর্শ পরিবার হিসেবে গড়ে তুলতে রয়েছে ইসলামের সুন্দরতম ভূমিকা যার মধ্যে অন্যতম হলো পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব।

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব

পিতা-মাতা হলো সন্তানের জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার একটি অনুগ্রহ। তাই সন্তানের দায়িত্ব পিতা-মাতা তাকে যেইভাবে লালন-পালন করেছে ঠিক সেই ভাবেই এবং উত্তম পন্থায় পিতা-মাতার সেবা-যত্ন করা। এবং পিতা-মাতার সেবা-যত্ন করা মহান আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদাত না করিতে ও পিতা-মাতার প্রতি উত্তম ব্যবহার করিতে। তাহাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হইলে তাহাদেরকে "উফ" বলিও না এবং তাহাদেরকে ধমক দিওনা, তাহাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলিও। মমতাবশে তাহাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করিও এবং বলিও رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا 'হে আমার প্রতিপালক! তাহাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাহারা আমাদের প্রতি পালন করিয়াছিলেন'। (সূরহ বানী ইসরাইল, আ: ২৩-২৪)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿١٤﴾

আমি তো মানুষকে তাহার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণের নির্দেশ দিয়াছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করিয়া গর্ভে ধারণ করে এবং তাহার

দুধ ছাড়ানো হয় ২ বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। (সূরহ লুকমান, আ: ১৪)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ " . قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ " .

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তার নাক ধুলিতে মলিন হউক, তার নাক ধুলিতে মলিন হউক, তার নাক ধূলিতে মলিন হউক, প্রশ্ন করা হল কার? তিনি বললেন, এ ব্যক্তির যার বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তার পিতা-মাতা একজন বা উভয়েই জীবিত থাকে এবং সে তবুও জান্নাত লাভ করতে পারে না। (মুসলিম ২২৫১)

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ، عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ " .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, পিতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তিরমিযী ১৮৯৯)

উক্ত হাদিসের মূল অর্থ মহান আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করে পিতার সন্তুষ্টির কথা বুঝানো হয়নি। বরং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই পিতার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: «هُمَا جَنَّتُكَ ونارُكَ» . رَوَاهُ ابنُ مَاجَه

হযরত আবু উমামাহ (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করল, সন্তানের উপর তার পিতা-মাতার কি দাবী আছে? তিনি বললেন, তারা উভয়েই তোমার জান্নাত ও তোমার জাহান্নাম। অর্থাৎ তাদের সেবা করলে জান্নাত পাবে আর কষ্ট দিলে জাহান্নামী হবে। (মিশকাত ৪৯৪১)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبُوكَ» وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ»

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, একদা এক ব্যক্তি আরজ করল, হে আল্লাহর রসূল ﷺ আমার নিকট কে সর্বাপেক্ষা অধিক সৌজন্যমূলক আচারণ পাওয়ার অধিকারী? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে আবার জিজ্ঞাস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। অপর এক বর্ণনায় আছে তিনি বললেন, তোমার মাতা, তারপর তোমার মাতা, তারপর তোমার মাতা, তারপর তোমার পিতা। অতঃপর (পর্যায়ক্রমে) তোমার নিকটতম ব্যক্তিবর্গ, (মুত্তাফাকুন আলাইহি; বাংলা মিশকাত, হা- ৪৬৯৪)

পিতা-মাতার সেবা-যত্নে যেরূপ সচেতন হতে হবে

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّهِ بِمَكَّةَ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَأْتِيهِمَا، فَلَمَّا كَبِرَ إِسْمَاعِيلُ، دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ يَطْلُبُهُ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ. فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا الرِّزْقَ، فَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَأَقْرِئِيهِ السَّلَامَ، وَقُولِي لَهُ: يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ أَحَسَّ بِالشَّيْءِ، فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ أَحَدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنِي عَنْ عَيْشِنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ، قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَكَ السَّلَامَ، وَقَالَ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ، قَالَ: ذَاكِ أَبِي، فَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ بَعْدَهَا أُخْرَى، ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَدَخَلَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ، قَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا الرِّزْقَ، فَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ، قَالَتْ: نَحْنُ فِي خَيْرٍ وَسَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتْ: اللَّحْمُ وَالْمَاءُ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَأَقْرِئِيهِ السَّلَامَ، وَمُرِيهِ يُثَبِّتُ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ أَحَدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ، فَأَثْنَتْ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنَا فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنِي عَنْ عَيْشِنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي

خَيْرٍ، قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ، قَالَ: ذَاكَ أَبِي، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ. (رواه البخاري، رقم ٣٣٦٤)

হযরত ইব্রাহীম (আ:) ও ইসমাঈল (আ:) এর একটি ঘটনা। হযরত ইব্রাহীম (আ:) তাঁর পুত্র ইসমাঈলের বাড়িতে তাদের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আসলেন। কিন্তু ইসমাঈল (আ:) কে বাড়িতে পেলেন না। তখন তার স্ত্রীকে ইসমাঈল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়েছেন। অতঃপর তিনি পূত্র বধুকে তাদের জীবন-যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তরে বলল, আমরা অতি দুরাবস্থায়, অতি টানাটানি ও কষ্টে আছি। সে ইব্রাহীম (আ:) এর নিকট তাদের দুর্দশার অভিযোগ করল। ইব্রাহীম (আ:) বললেন, তোমার স্বামী বাড়ি আসলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে যে- সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। অতঃপর যখন ইসমাঈল আঃ বাড়ি আসলেন, তখন তিনি তার পিতা আসার আভাস পেলেন এবং তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিল কী? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, এরূপ আকৃতির এক বৃদ্ধলোক এসেছিলেন এবং আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাকে আপনার সংবাদ দিলাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাকে জানালাম আমরা খুব কষ্টে ও অভাবে আছি। ইসমাঈল (আ:) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে কোন নসিহত করেছেন? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর ছালাম পৌঁছাই। এবং তিনি আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ খানা পরিবর্তন করেন। ইসমাঈল (আ:) বললেন, তিনি আমার পিতা। এ কথার দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। একথা বলে ইসমাঈল (আ:) তাকে তালাক দিলেন এবং আরেকটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। এবারও কিছু দিন পর ইব্রাহীম (আ:) আবার ইসমাঈল (আ:) এর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য আসলেন। কিন্তু এবারও দেখা পেলেন না। তিনি পুত্র বধুর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাকে ইসমাঈল (আ:) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়েছেন। ইব্রাহীম (আ:) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছো? তিনি তাদের জীবনযাপন ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সে উত্তরে বলল- আমরা ভালো ও সচ্ছল অবস্থায় আছি।

আর সে আল্লাহর প্রশংসাও করল। ইব্রাহীম (আ:) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খাদ্য ও পানীয় কী? সে উত্তরে বলল, গোশত ও পানি। ইব্রাহীম (আ:) দো'আ করলেন। হে আল্লাহ! তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দাও। তারপর ইব্রাহীম (আ:) বললেন, তোমার স্বামী বাড়ি আসলে তাকে আমার ছালাম বলবে। আর বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাট ঠিক রাখে। অতঃপর ইসমাঈল (আ:) ফিরে এসে স্বীয় স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন। তোমার নিকট কেউ কি এসেছিল? সে বলল হ্যাঁ। একজন সুন্দর চেহারার বৃদ্ধলোক এসেছিলো এবং সে তার প্রশংসা করল। তিনি আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন এবং আমার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ইসমাঈল (আ:) বললেন, তিনি কী তোমাকে কিছু আদেশ করেছেন? সে বলল, হ্যাঁ তিনি আপনার প্রতি ছালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখেন। ইসমাঈল (আ:) বললেন, তিনি আমার পিতা। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসেবে বহাল রাখি। (বুখারী, হা: ৩৩৬৪)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، إِذْ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا"... ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ... وَفِيهِ: قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: "اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لاَ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مَالاً، فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرِقَ الْفَجْرُ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ" ... إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

হযরত ইবনু উমার (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, একদা ৩ ব্যক্তি পথ চলছিল। এমন সময় তারা বৃষ্টির কবলে পরে একটি পর্বত গুহায়

আশ্রয় নিল। তখন পর্বত হতে একটা প্রকান্ড পাথর এসে গুহার মুখে পতিত হওয়ায় তাদের গুহার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা একে অপরকে বলল, তোমরা নিজেদের এমন কোন নেক কাজকে স্বরণ কর যা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশ্যেই করেছ। আর সে কাজকে অসীলা করে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রার্থনা কর। আশা করা যায় এর অসীলায় তিনি এই বিপদ দূর করে দিবেন। অতঃপর তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার অতিবৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট কয়টি বাচ্চাও ছিল। আমি তাদের জন্য মেষ-দুম্বা চরাতাম। আর যখন সন্ধায় তাদের কাছে ফিরে আসতাম, তখন তাদের জন্য দুধ দোহন করে আনতাম। কিন্তু আমি আমার সন্তানদেরকে পান করানোর আগেই আমার পিতা-মাতাকে পান করাতাম। ঘটনাক্রমে একদিন চারণ ভূমি আমাকে দূরে নিয়ে চলে গেল। ফলে ঘরে পৌঁছতে সাজ হয়ে গেল। তখন আমি তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম। কিন্তু প্রতিদিনের মত দুধ দোহন করলাম এবং দুধের পাত্র নিয়ে তাদের কাছে আসলাম। পাত্র হাতে তাদের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাদেরকে ঘুম হতে জাগানো ভাল মনে করলাম না। তাদের আগে বাচ্চাদেরকে দুধ পান করানোও ভাল মনে করলাম না। অথচ বাচ্চা গুলি ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ের নিকটে কাঁদছিল। অবশেষে ভোর পর্যন্ত আমার ও তাদের অবস্থা এভাবেই বিদ্যমান রইল। তারপর তারা ঘুম হইতে জাগার পর তাদেরকেই আগে দুধ পান করালাম। হে আল্লাহ! যদি তুমি জান যে, এ কাজটি আমি একমাত্র তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করেছিলাম, তাহলে এর অসীলায় আমাদের জন্য এতটুকু পথ ফাঁকা করে দাও যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তার দো'আ কবুল করলেন এবং পাথরটিকে এতটুকু পরিমাণ সরিয়ে দিলেন যে তারা আকাশ দেখতে পেল। (মুত্তাফাকুন আলাইহি; বাংলা মিশকাত, হা: ৪৭২১)

মুশরিক পিতা-মাতার সাথে সন্তানের উত্তম ব্যবহার করতে হবে

حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ» . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

হযরত আসমা বিনতু আবু বকর (রা:) বলেন, কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের সন্ধির সময় আমার মা মুশরিকা অবস্থায় আমার কাছে আসলেন। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমার মা আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণে অনাগ্রহী। এমতাবস্থায় আমি কি তার সাথে উত্তম ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার সাথে উত্তম ব্যবহার কর। (মুত্তাফাকুন আলাইহি; মিশকাত হা: ৪৬৯৬)

মুশরিক পিতা-মাতার সাথে সন্তানের উত্তম ব্যবহার করার শিক্ষা হিসেবে কুরআন মাজিদে হযরত ইব্রাহীম (আ:) ও তাঁর পিতা আযর এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿۴۱﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿۴۲﴾ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿۴۳﴾ يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۬ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿۴۴﴾ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿۴۵﴾ قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿۴۶﴾ قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿۴۷﴾ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ۫ عَسٰۤى اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ﴿۴۸﴾

আর তুমি বর্ণনা কর। এ কিতাবে ইব্রাহীমের (ঘটনা ও) তিনি অতি সত্যনিষ্ঠ নাবী ছিলেন। যখন তিনি স্বীয় পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা, আপনি কেন এমন বস্তুর উপাসনা করেন। যে বস্তু না কিছু শুনে আর না কিছু দেখে, আর না আপনার কোন কাজে আসে? হে আমার পিতা আমার নিকট এমন জ্ঞান (ওহী) এসেছে যা আপনার নিকট আসেনি, অতএব, আপনি আমার কথা মতো চলুন, আমি আপনাকে সরল পথ দেখাব। হে আমার আব্বা! আপনি শয়তানের উপাসনা করবেন না; নিশ্চয় শয়তান হচ্ছে করুণাময় আল্লাহর নাফরমান। হে আব্বা! আমি আশংঙ্কা করছি যে, করুণাময় আল্লাহর পক্ষ হতে আপনার উপর কোন আজাব এসে না পড়ে। ফলত আপনি শয়তানের সাথী হয়ে যাবেন। পিতা উত্তর করল, হে ইবরাহীম! তুমি কী

আমার মা'বুদগণ হতে ফিরে আছো? এবং আমাকেও বারণ করছ? স্বরণ রেখো; যদি তুমি এটা হতে নিবৃত্ত না হও, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলব, আর দূর হয়ে যাও আমার হতে চিরতরে। ইব্রাহীম বললেন, আমার ছালাম গ্রহণ করুন, এখন আমি আপনার জন্য আমার প্রতিপালকের দরবারে ক্ষমা প্রর্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। আর আমি আপনাদের হতে এবং আপনারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপাসনা করছেন তাদের হতেও সরে যাচ্ছি এবং আমি স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদাত করব আশা করি যে, আমার প্রতিপালকের ইবাদাত করে বঞ্চিত হব না। (সূরহ মারইয়াম, আ: ৪১-৪৮)

উক্ত আয়াতের আলোচনায় মাওলানা আবুল কালাম আজাদ মাসূম বলেন, يَاَبَتِ (ইয়া আবাতি) আরবী অভিধানের দিক দিয়ে ঐ শব্দটি পিতার জন্য সম্মান ও ভালোবাসা সূচক সম্বোধন। হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহকে আল্লাহ তা'য়ালা সর্বগুণে গুণান্বিত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা মেজাযের সমতা ও বিপরীতমুখী বিষয়বস্তু সন্নিবেশের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কুফুর ও শিরকে শুধু লিপ্তই নয়- এর উদ্যোক্তা রূপেও দেখেন। এই কুফুর ও শিরক মিটানোর জন্যই তিনি সৃজিত হয়েছিলেন। অপর দিকে পিতার আদব, মহত্ব ও ভালোবাসা। এ দু'টি বিপরীত মুখী বিষয় হযরত ইব্রাহীম (আ:) চমৎকার ভাবে সমন্বিত করেছেন।

يَاَبَتِ (ইয়া আবাতি) শব্দটি পিতার দয়া ও ভালোবাসার প্রতীক। প্রথমত তিনি প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এরপর কোন বাক্যে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করেননি, যা পিতার অবমাননা অথবা মনোকষ্টের কারণ হতে পারত; অর্থাৎ পিতাকে কাফের গোমরাহী ইত্যাদি বলেননি। বরং পয়গম্বরসূলভ প্রজ্ঞার সাথে শুধু তার দেব-দেবীর অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন যাতে সে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে। ২য় বাক্যে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত নবুয়তের জ্ঞান গরিমা প্রকাশ করেছেন। ৩য় ও ৪র্থ বাক্যে কুফুর ও শিরকের সম্ভাব্য অশুভ পরিণতি সম্পর্কে পিতাকে হুঁশিয়ার করেছেন। এরপর পিতা চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে অথবা পুত্রসুলভ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর

ভঙ্গিতে পুত্রকে সম্বোধন করল। হযরত ইব্রাহীম (আ:) يَآبَتِ (ইয়া আবাতি) বলে মিষ্টি ভাষায় পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারনের পরিভাষায় يَا بُنَيَّ (হে বৎস) প্রয়োগ করা সমীচিন ছিল। কিন্তু আযর তাঁর নাম নিয়ে يَا اِبْرَاهِيْمُ বলে সম্বোধন করল অতঃপর তাঁকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল।

তাঁর পিতার উত্তরে ইব্রাহীম (আ:) তাকে শুধু বলেছিল ‘‘ছালামু আলাইকা’’ অতঃপর তিনি আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে বাড়ি হতে বের হয়ে গিয়েছিলেন। (তাফসিরে আনোয়ারুল কুরআন, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৫১)

উক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, পিতা-মাতা যদি কট্টর মুশরিক-কাফেরও হন, তবুও তাদেরকে সম্মান করতে হবে। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। তাদেরকে কাফের, মুশরিক, গোমরাহী বলে কষ্ট দেওয়া যাবে না।

প্রথমে আল্লাহর আনুগত্য, তার পরে পিতা-মাতার

পিতা মাতার আনুগত্য করতে হবে এটা মহান আল্লাহ তা’য়ালার আদেশ এবং এটি একটি ওয়াজিব বিধান।

তবে পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হলে সর্বপ্রথম সন্তানকে আল্লাহর আনুগত্য সম্পর্কে বুঝতে হবে এবং আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে। তারপরে পিতা মাতার আনুগত্য করতে হবে। কেননা মহান আল্লাহ তা’য়ালার আনুগত্য করা প্রতিটি মুমিনদের জন্য ফরজে আইন।

মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তার রসূলের এবং তোমরা আল্লাহর আদেশ শোনার পরেও তা অমান্য করো না।" (সূরহ আনফাল, আ: ২০)

কাজেই প্রথমে আমাদেরকে মহান আল্লাহ তা’য়ালার আনুগত্য করতে হবে; তারপরে পিতা মাতার আনুগত্য করতে হবে। তবে অবশ্যই পিতা মাতার আনুগত্য শরীয়ত অনুযায়ী করতে হবে।

যেমন- শিরক করাতে চাইলে, সে বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"আর যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর যে আমার পথ অভিমুখী হয় তারপর অনুসরণ করবে। অতঃপর আমার নিকটেই তোমাদের ফিরে আসা, তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো তোমরা যা করেছিলে।" (সূরহ লুকমান, আ: ১৫)

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন- আমাদের পিতা-মাতা যদি শিরক করানোর জন্য আমাদের প্রতি জোর করে তবে পিতা-মাতার সে কথা মানা যাবে না। পাশাপাশি তাদের সাথে দুনিয়াতে সদ্ভাবে বসবাস করার আদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ তাদের সাথে কর্কশ ব্যবহার করা যাবে না। রাগারাগি, মারামারি করা যাবে না। তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সকল সময়ই প্রচেষ্টায় থাকতে হবে। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। যেমন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) একটি ঘটনা-

حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ» .

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

"হযরত আসমা বিনতু আবু বকর (রা:) বলেন, কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের সন্ধির সময় আমার মা মুশরিকা অবস্থায় আমার কাছে আসলেন। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণে অনাগ্রহী। এমতাবস্থায় আমি কি তার সাথে উত্তম ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার সাথে উত্তম ব্যবহার কর।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি; মিশকাত হা: ৪৬৯৬)

<u>জানা প্রয়োজন</u>: পিতা-মাতার সঙ্গে দুনিয়ার জীবনে সদ্ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ সদাচরণ করতে হবে। মানুষ এর দুইটি ভুল ব্যাখ্যা বুঝে নিয়েছে।

১) যত যাই হোক পিতা-মাতার সাথে একই বাড়িতে বসবাস করতে হবে।
২) জিহাদের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের চেয়ে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা যত্নের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।
এই দুইটি ব্যাখ্যাই বা বুঝ হলো মানুষের ভুল ধারনা বা ভুল বুঝ, যা আমি নিচে উল্লেখ করছি-

◉ <u>যত যাই হোক পিতা মাতার সাথে একই বাড়িতে বসবাস করতে হবে এই ভুল বুঝ সম্পর্কে আলোচনা</u>: যত যাই হোক পিতা মাতার সাথে একই বাড়িতে বসবাস করতে হবে, এটা মানুষের সম্পূর্ণ একটা ভুল বুঝ। যখন পিতা-মাতা সন্তানকে নিজ বাড়িতে থেকে আল্লাহর আনুগত্য করতে বাঁধা দিবে, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে বাঁধা দিবে, সমাজ ও রাষ্ট্রে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার কাজে বাঁধা দিবে, পর্দা রক্ষার কাজে বাঁধা দিবে। তখন সেই পিতা-মাতার সাথে একই বাড়িতে থাকা কোনভাবেই ইসলাম সমর্থন করে না।

যেমন আমাদের পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ:) এর ঘটনা-

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّهِ بِمَكَّةَ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَأْتِيهِمَا، فَلَمَّا كَبِرَ إِسْمَاعِيلُ، دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ يَطْلُبُهُ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ، فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا الرِّزْقَ، فَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَأَقْرِئِيهِ السَّلَامَ، وَقُولِي لَهُ: يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ أَحَسَّ بِالشَّيْءِ، فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ أَحَدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنِي عَنْ عَيْشِنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ، قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ السَّلَامَ، وَقَالَ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ، قَالَ: ذَاكِ أَبِي، فَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ بَعْدَهَا أُخْرَى، ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَدَخَلَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ، قَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا الرِّزْقَ، فَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ، قَالَتْ: نَحْنُ فِي خَيْرٍ وَسَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟

قَالَتْ: اللَّحْمُ وَالْمَاءُ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَأَقْرِئِيهِ السَّلَامَ، وَمُرِيهِ يُثَبِّتُ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ أَحَدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ، فَأَثْنَتْ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنَا فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنِي عَنْ عَيْشِنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي خَيْرٍ، قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ، قَالَ: ذَاكَ أَبِي، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ. (رواه البخاري، رقم ٣٣٦٤)

"হযরত ইব্রাহীম (আ:) ও ইসমাঈল (আ:) এর একটি ঘটনা। হযরত ইব্রাহীম (আ:) তাঁর পুত্র ইসমাঈলের বাড়িতে তাদের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আসলেন। কিন্তু ইসমাঈল (আ:) কে বাড়িতে পেলেন না। তখন তার স্ত্রীকে ইসমাঈল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়েছেন। অতঃপর তিনি পূত্র বধুকে তাদের জীবন-যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তরে বলল, আমরা অতি দুরাবস্থায়, অতি টানাটানি ও কষ্টে আছি। সে ইব্রাহীম (আ:) এর নিকট তাদের দুর্দশার অভিযোগ করল। ইব্রাহীম (আ:) বললেন, তোমার স্বামী বাড়ি আসলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে যে- সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। অতঃপর যখন ইসমাঈল আঃ বাড়ি আসলেন, তখন তিনি তার পিতা আসার আভাস পেলেন এবং তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিল কী? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, এরূপ আকৃতির এক বৃদ্ধলোক এসেছিলেন এবং আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাকে আপনার সংবাদ দিলাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাকে জানালাম আমরা খুব কষ্টে ও অভাবে আছি। ইসমাঈল (আ:) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে কোন নসিহত করেছেন? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর ছালাম পৌঁছাই। এবং তিনি আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ খানা পরিবর্তন করেন। ইসমাঈল (আ:) বললেন, তিনি আমার পিতা। এ কথার দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। একথা বলে ইসমাঈল (আ:) তাকে তালাক দিলেন এবং আরেকটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। এবারও কিছু দিন পর ইব্রাহীম (আ:) আবার ইসমাঈল (আ:) এর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য আসলেন। কিন্তু এবারও দেখা পেলেন না। তিনি পুত্র বধুর নিকট উপস্থিত

হলেন এবং তাকে ইসমাঈল (আ:) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়েছেন। ইব্রাহীম (আ:) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছো? তিনি তাদের জীবনযাপন ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সে উত্তরে বলল- আমরা ভালো ও সচ্ছল অবস্থায় আছি। আর সে আল্লাহর প্রশংসাও করল। ইব্রাহীম (আ:) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খাদ্য ও পানীয় কী? সে উত্তরে বলল, গোশত ও পানি। ইব্রাহীম (আ:) দো'আ করলেন। হে আল্লাহ! তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দাও। তারপর ইব্রাহীম (আ:) বললেন, তোমার স্বামী বাড়ি আসলে তাকে আমার ছালাম বলবে। আর বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাট ঠিক রাখে। অতঃপর ইসমাঈল (আ:) ফিরে এসে স্বীয় স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন। তোমার নিকট কেউ কি এসেছিল? সে বলল হ্যাঁ। একজন সুন্দর চেহারার বৃদ্ধলোক এসেছিলো এবং সে তার প্রশংসা করল। তিনি আমাকে আপনার সমন্ধে জিজ্ঞেস করলেন এবং আমার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ইসমাঈল (আ:) বললেন, তিনি কী তোমাকে কিছু আদেশ করেছেন? সে বলল- হ্যাঁ, তিনি আপনার প্রতি ছালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখেন। ইসমাঈল (আ:) বললেন, তিনি আমার পিতা। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসেবে বহাল রাখি। (বুখারী, হা: ৩৩৬৪)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، إِذْ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا" ... ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ... وَفِيهِ: قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: "اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لاَ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مَالاً، فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرِقَ الْفَجْرُ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ

الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ" ... إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

হযরত ইবনু উমার (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল বলেছেন, একদা ৩ ব্যক্তি পথ চলছিল। এমন সময় তারা বৃষ্টির কবলে পরে একটি পর্বত গুহায় আশ্রয় নিল। তখন পর্বত হতে একটা প্রকান্ড পাথর এসে গুহার মুখে পতিত হওয়ায় তাদের গুহার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা একে অপরকে বলল, তোমরা নিজেদের এমন কোন নেক কাজকে স্বরণ কর যা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশ্যেই করেছ। আর সে কাজকে অসীলা করে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রার্থনা কর। আশা করা যায় এর অসীলায় তিনি এই বিপদ দূর করে দিবেন। অতঃপর তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার অতিবৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট কয়টি বাচ্চাও ছিল। আমি তাদের জন্য মেষ-দুম্বা চরাতাম। আর যখন সন্ধায় তাদের কাছে ফিরে আসতাম, তখন তাদের জন্য দুধ দোহন করে আনতাম। কিন্তু আমি আমার সন্তানদেরকে পান করানোর আগেই আমার পিতা-মাতাকে পান করাতাম। ঘটনাক্রমে একদিন চারণ ভূমি আমাকে দূরে নিয়ে চলে গেল। ফলে ঘরে পৌঁছতে সাজ হয়ে গেল। তখন আমি তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম। কিন্তু প্রতিদিনের মত দুধ দোহন করলাম এবং দুধের পাত্র নিয়ে তাদের কাছে আসলাম। পাত্র হাতে তাদের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাদেরকে ঘুম হতে জাগানো ভাল মনে করলাম না। তাদের আগে বাচ্চাদেরকে দুধ পান করানোও ভাল মনে করলাম না। অথচ বাচ্চাগুলো ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ের নিকটে কাঁদছিল। অবশেষে ভোর পর্যন্ত আমার ও তাদের অবস্থা এভাবেই বিদ্যমান রইল। তারপর তারা ঘুম হইতে জাগার পর তাদেরকেই আগে দুধ পান করালাম। হে আল্লাহ! যদি তুমি জান যে, এ কাজটি আমি একমাত্র তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করেছিলাম, তাহলে এর অসীলায় আমাদের জন্য এতটুকু পথ ফাঁকা করে দাও যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তার দো'আ কবুল করলেন এবং পাথরটিকে এতটুকু পরিমাণ সরিয়ে দিলেন যে তারা আকাশ দেখতে পেল।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি; বাংলা মিশকাত, হা: ৪৭২১)

◉ <u>জিহাদের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের চেয়ে বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা যত্নের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, এই ভুল সম্পর্কে আলোচনা</u>: বর্তমানে দেখা যায়

অনেক মুসলিম যুবক যখন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে থাকে, কলুষিত সমাজ ও রাষ্ট্রে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিবেদিত হয়ে কাজ করতে থাকে এবং অধিকাংশ সময়ে সে দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টার কাজে সময় দিতে থাকে; তখন গ্রামের কিছু ভাড়াটিয়া দরবারি আলেমের ভুল ফাতওয়া, দ্বীনের মেহেনতি সেই যুবকের পিতা-মাতা সংগ্রহ করে সেই যুবকদের দ্বীনি কাজে ইসলাম দিয়েই বাঁধা প্রদান করার চেষ্টা করে। আর সেই ফাতওয়ার দলিল হিসেবে তারা ব্যবহার করেন একটি হাদিস, যা নিচে উল্লেখ করা হলো-

[১] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُجَاهِدُ. قَالَ "لَكَ أَبَوَانِ" . قَالَ نَعَمْ. قَالَ "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ" .

একজন লোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন?" লোকটি বলল, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তাঁদের সেবায় জিহাদ করো (অর্থাৎ তাঁদের খেদমতই তোমার জন্য জিহাদ)।"
রেফারেন্স: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০০৪ ও ৫৯৭২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৪৯; সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ (৬৮৫৮, ৭০৬২)।

[২] একই ঘটনার আরেকটি বর্ণনা (দীর্ঘতর) - বাইআত ও পিতা-মাতার সেবা প্রসঙ্গে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ نَاعِمًا، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ. قَالَ: «فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟» قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا. قَالَ: «فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا»

একজন লোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "আমি হিজরত ও জিহাদের উপর আপনার হাতে বাইআত করতে চাই, আল্লাহর কাছে সওয়াবের

আশায়।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার পিতা-মাতার কেউ জীবিত আছেন কি?" সে বলল, "হ্যাঁ, বরং উভয়েই জীবিত।" তিনি বললেন, "তুমি কি আল্লাহর কাছে সওয়াব চাও?" সে বলল, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "তাহলে তোমার পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁদের সাথে উত্তম আচরণ করো।"

রেফারেন্স: সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয়ের অন্য একটি বর্ণনায় (متفق عليه)। হাদিস নং - ২৫৪৯। রিয়াদুস সালেহীনে হাদীস নং ৩২১।

[৩] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: «ارْجِعْ عَلَيْهِمَا، فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا».

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "আমি হিজরতের উপর আপনার হাতে বাইআত করতে এসেছি, আর আমি আমার পিতা-মাতাকে কাঁদতে অবস্থায় রেখে এসেছি।" তিনি বললেন, "তুমি তাঁদের কাছে ফিরে যাও এবং যেভাবে তাঁদের কাঁদিয়েছ, সেভাবেই তাঁদের হাসাও।"

রেফারেন্স: সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫২৮; সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৪১৬৩; সুনানে ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ২৭৮২; সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদীস নং ৪১৯।

তাহকীক: ইমাম আলবানী এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন (সহীহ আবু দাউদ, পৃষ্ঠা/নং ২৫২৮); ইবনু হিব্বান তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে এটি সংকলন করেছেন।

[৪] মুআবিয়া ইবনু জাহিমাহ আস-সুলামী বর্ণনা করেন যে,

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ، أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَجِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا».

তাঁর পিতা জাহিমাহ (রাঃ) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি যুদ্ধে যেতে চাই, আর আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।" তিনি

জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মা কি জীবিত আছেন?" সে বলল, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "তাহলে তাঁর কাছেই থাকো, কেননা জান্নাত তাঁর পায়ের নিচে।" রেফারেন্স: সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৩১০৪; সুনানে ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ২৭৮১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৫৫৩৮; মুস্তাদরাকে হাকিম, ২/১০৪; বাইহাকী, ৯/২৬।

তাহকীক: হাসান, নাসাঈ (৩১০৪), ইবনু মাজাহ (২৭৮১), হাকিম (২/১০৪) ও বাইহাকী (৯/২৬) সবাই হাজ্জাজ ইবনু মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানী এই হাদীসের সনদকে হাসান (ইনশাআল্লাহ) বলেছেন এবং হাকিম এটি সহীহ বলেছেন, যাহাবীও তাঁর সাথে একমত হয়েছেন, মুনযিরীও তা অনুমোদন করেছেন। নাসাঈর নিজস্ব রেওয়ায়েতে (৩১০৪) আলবানী একে "হাসান সহীহ" বলেছেন।

অত্র হাদিসগুলোর তাফসীরে সকল বিদ্বানগণ এই বিষয়ে একমত যে, যখন জিহাদ ফরযে আইন হয় তখন পিতা মাতার খেদমতের চেয়ে জিহাদ করা বান্দার জন্য বাধ্যতামূলক। কেননা পিতা মাতার খেদমত করা ওয়াজিব হলেও তখন জিহাদ করা ফরযে আইন।

আমি মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর বলি যে, যখন মুসলিমদের খিলাফাতের ভূমি শক্তিশালী থাকবে, তখন জিহাদে অংশগ্রহণ করার চেয়ে আমিরুল মুমিনিন যদি ছুটি দেয় তবে পিতা-মাতার খেদমত করা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তখন খিলাফতের অধীনে অনেক সেনাবাহিনী থাকে। তবে আমিরুল মুমিনিন ছুটি না দিলে, জিহাদে অংশগ্রহণ করায় তার জন্য সর্বোত্তম। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের খিলাফতের ভূমি শক্তিশালী না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পিতা মাতার বিদ্রোহ বা অসুস্থ হোক, মুসলিম যুবকের জন্য আল্লাহর জমিনে খিলাফতের ভূমি তৈরীর চেষ্টা করা ফরযে আইন।

অতএব তখন যদি সেই যুবকের খেলাফতের ভূমি তৈরির প্রচেষ্টার কাজে তাকে কেউ বাঁধা প্রদান করে তবে ওই যুবকের জন্য ফরযে আইন হলো তার স্ত্রী, সন্তান, পিতা মাতা, আত্নীয়-স্বজন, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল কিছুর চেয়ে আল্লাহ ও তার রসূল ﷺ এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে ভালোবাসা।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"বল, তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" (সূরহ তাওবা, আ: ২৪)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই যালিম।" (সূরহ তাওবা, আ: ২৩)

এখন আমাদেরকে দেখতে হবে সেই আয়াত, যে আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা নিজেদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ভাবে বসবাস করার আদেশ দিয়েছেন। সেই একই আয়াতের নিচের অংশে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"আর যে আমার পথ অভিমুখী হয় তার অনুসরণ করবে। তারপর আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসা।" (সূরহ লুকমান, আ: ১৫)

অতএব, পিতা মাতা যদি মুশরিক হয়, ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে বাঁধা দানকারী হয়, আল্লাহর চোখের দুশমন হয়; তবে সেই সকল পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার, হাসিমুখে কথা বলা, সাধ্যমত ভালো বাজার সদাই করে

দেওয়া ইত্যাদি করতে হবে ঠিকই; তবে অনুসরণ করতে হবে একজন আল্লাহর পথের পথিকের। আমিরুল মুজাহিদিনের, আল্লাহর জমিনে খিলাফতের ভূমি তৈরীর প্রচেষ্টাকারী মুসলিমদের। কেননা এইটাই আমাদের আল্লাহর নিকট ফিরে যাওয়ার পাথেয়।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দ্বায়িত্ব

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"নারীদের তেমনই ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরহ বাকারহ, আ: ২২৮)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ

"পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাহাদের এক-কে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং এই জন্য যে, পুরুষ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।" (সূরহ নিসা, আ: ৩৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ»

হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তাদের এ ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে। স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারে তোমাদের মধ্যে আমি উত্তম। যখন তোমার সঙ্গীর মৃত্যু হয় তখন তার (দোষ-ক্রুটি আলোচনা করা) ছেড়ে দাও। (তিরমিযী ৩৮৯৫)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ». (رواه مسلم، حديث رقم: ١٤٦٩)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, কোন বিশ্বাসী স্বামী কোন বিশ্বাসিনী স্ত্রীকে ঘৃণা করবে না। তার একটি দোষ পেলে, অন্য গুণের কারণে তাকে ভালবাসবে। (মুসলিম ১৪৬৯)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». (رواه أبو داود، حديث رقم: ٢١٤٢)

হযরত হাকিম বিন মারিয়া (রা:) বলেন, আমার পিতা আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কোন রমনীর তার স্বামীর উপর কি অধিকার আছে? তিনি বললেন- যখন তুমি খাদ্য গ্রহণ কর তখন তাকেও খাদ্য দান করা, যখন বস্ত্র পরিধান কর তাকে বস্ত্র প্রদান করা, তার মুখমন্ডলের উপর আঘাত না করা। তাকে তিরষ্কার না করা এবং নিজ ঘর ব্যতীত অন্য ঘরে তাকে পরিত্যাগ করে না যাওয়া। (আবু দাউদ ২১৪২; ইবনে মাজাহ ১৮৫০)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ»

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, বিশ্বাসীদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের অধিকারী এ ব্যক্তি যার স্বভাব চরিত্র তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম। তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে তার স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারে উত্তম। (মিশকাত ৩২৫২)

স্ত্রীর জন্য ব্যয় করলে তা ছদাকা বা দান হিসেবে গন্য হবে

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً " .

হযরত আবু মাসউদ (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যখন কোন মুসলমান নেকি লাভের আশায় তার স্ত্রীর জন্য কিছু ব্যয় করে, তাই তার পক্ষে একটি দানের তুল্য হয়। (বুখারী ৫৩৬৯, মুসলিম ৯৯৩)

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

হযরত সাওবান (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তির ব্যয়কৃত অর্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম অর্থ তা-ই যা সে তার পরিবারের জন্য ব্যয় করে, যা আল্লাহর পথে প্রানীর জন্য ব্যয় করে এবং যা আল্লাহর পথে তার সঙ্গি-সাথীদের জন্য ব্যয় করে। (মুসলিম ১০০৩)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "تُنْفِقُ عَلَى أَهْلِكَ".

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তুমি তোমার পরিবারের প্রতি ব্যয় কর। (মুসলিম ৯৯৫; মিশকাত ১৯২৯)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً، أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ". وَفِي رِوَايَةٍ: "وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٢١٨).

হযরত জাবির (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, নারীদের খাদ্য ও পোশাকের ব্যয় ভার ন্যায্য ভাবে বহন করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য্য। (মুসলিম; বুলুগুল মারাম, হা: ১১৭২)

স্বামী কৃপন হলে এবং পরিবারের যথেষ্ট পরিমাণ ভরণ-পোষণ না করলে, স্ত্রী স্বামীকে না জানিয়ে স্বামীর অর্থ প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করতে পারবে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ الْكِنَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ، عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ»

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, মানুষের গুনাহগার হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ঠ যে, সে তার পরিবারের খরচ বন্ধ করে দেয়। (মুসলিম; বুলুগুল মারাম, হা: ১১৭৩)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ . فَهَلْ عَلَىَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ " .

হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, উতবার মেয়ে হিন্দা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী, আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ﷺ, আবু সুফিয়ান কৃপণ মানুষ। সে আমার এবং আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খরচ দেয় না। এমতাবস্থায় তাকে না জানিয়ে তার অর্থ হতে কিছু নিলে গুনাহ হবে কি? নাবী ﷺ বললেন, ন্যায্য ভাবে তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খরচ নিয়ে যাও। (ছহিহ বুখারী; মুসলিম; বুলুগুল মারাম, হা: ১১৬৮)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ».

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যখন কোন রমনী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করে, সে

নারী তার অর্জিত সওয়াবের অর্ধেক পাবে। বাকি অর্ধেক সোয়াব স্বামীর হবে। (বুখারী ৫৩৬৭; মুসলিম ৯৯৩)

স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা নারীদের সাথে ভালো ও উত্তম আচরণ কর। কারণ তাদেরকে পাঁজরের হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা হাড় হলো উপরের হাড় সে হাড় দ্বারা নারীদের সৃষ্টি। অতএব তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও, তবে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় বাকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। (বুখারী; মুসলিম; মিশকাত, হা: ৩২৩৮, বিবাহ অধ্যায়, নারীদের সাথে ব্যবহার অনুচ্ছেদ)

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا" .

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, নারীকে পাঁজরের বাঁকা হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কখনো তোমার জন্য সোজা হবে না। যদি তুমি তার দ্বারা কাজ নিতে চাও, তবে এই বাঁকা অবস্থায় কাজ নিতে থাকো যদি সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে তাকে তালাক দেয়া। (মুসলিম, মিশকাত, বিবাহ অধ্যায় হা: ৩২৩৯)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ»

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যামআ (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, কেউ যেন নিজের স্ত্রীকে দাসী-বাঁদীর ন্যায় না পিটায়। আবার দিন শেষে তার সাথে শয্যা গ্রহণ করে। (বুখারী; মুসলিম; মিশকাত, বিবাহ অধ্যায়, হা: ৩২৪২)

স্ত্রীর সাথে আনন্দ

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَنْطَاكِيُّ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ

হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, একবার তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথে সফরে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তার সাথে দৌঁড়ের এক প্রতিযোগিতা করলাম এবং জয়ী হলাম। অতঃপর যখন আমি মোটা হয়ে গেলাম আবার প্রতিযোগিতা করলাম। কিন্তু এ বার তিনি বিজয় হলেন এবং বললেন, ঐ জয়ের পরিবর্তে এই জয়। (আবু দাউদ; মিশকাত, বিবাহ অধ্যায় হা: ৩২৫১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَجَابِرِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَكَانَا يَرْمِيَانِ، فَمَلَّ أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ، فَقَالَ الْآخَرُ: أَكَسِلْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ الْآخَرُ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَلَغْوٌ وَلَعِبٌ، إِلَّا أَرْبَعَ خِصَالٍ: مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ السِّبَاحَةَ». (رواه النسائي في السنن الكبرى)

হযরত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ও জাবির ইবনু উমাইর (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে সব কাজে আল্লাহর যিকির হয় না তা অনর্থক অহেতুক খেলা মাত্র। তবে ৪টি কাজ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। ১। স্বামী কর্তৃক

স্ত্রীর সাথে খেলাধুলা করা। ২। মানুষ কর্তৃক স্বীয় ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া। ৩। দুই লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে দিয়ে ঘোড়া পার করে দেয়া। ৪। কোন ব্যক্তিকে সাতার শিক্ষা দেয়া। (নাসাঈ, আদাবুয যিফাফ, পৃ: ২৭৭)

দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর করণীয়

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». (رواه مسلم)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- "দুনিয়ার সবকিছুই সম্পদ। এই পার্থ সম্পদের মধ্যে উৎকৃষ্ট সম্পদ হলো সতী স্ত্রী।" (ছহিহ মুসলিম, হা: নং: ১৪৬৮)

অত্র হাদিসে আল্লাহর রসূল ﷺ স্ত্রীগণকে এই পৃথিবীর পার্থিব সম্পদের মধ্যে উৎকৃষ্ট মানের সম্পর্ক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে শর্ত হলো সেই স্ত্রীকে অবশ্যই সতী স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। অসতী স্ত্রী বা দুশ্চরিত্রা স্ত্রী এই সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এই দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে তালাক প্রদান করাই একজন সৎ চরিত্রবান মুমিন বান্দার জন্য কর্তব্য।

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ».

(رواه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم: ١٤٤٥)

হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল বলেছেন- "কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত সৎ কর্মশীলা স্ত্রী, প্রশস্ত বাসস্থান, সৎ প্রতিবেশী এবং আরামদায়ক বাহন। আর চারটা জিনিস অকল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। অসৎ স্ত্রী, খারাপ প্রতিবেশী, সংকীর্ণ বাসস্থান এবং কষ্টদায়ক বাহন।" (মুসনাদে আহমদ, হা: নং: ১৪৪৫)

অসৎ স্ত্রীদের চিনতে হলে প্রথমে আমাদেরকে আদর্শ নারীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে হবে, যা আমি নিচে উল্লেখ করলাম।

আদর্শ নারীদের বৈশিষ্ট্য

আদর্শ নারী বৈশিষ্ট্য মোট চারটি যা মহান আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মাজিদে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

"নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রেখেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন আদেশ দিলে, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী উক্ত আদেশের বিপরীতে কিছু করার কোন অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তার রসূলকে অমান্য করে, সে স্পষ্টই সত্য পথ হতে দূরে সরে পড়ল।" (সূরহ আহযাব, আ: ৩৫-৩৬)

এখন আমরা একজন আদর্শ নারীর বারোটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবো। বারোটি বৈশিষ্ট্য-

◉ প্রথম আদর্শ: আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী অথবা মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী। ('মুসলিম' শব্দের অভিধানিক অর্থ আত্মসমর্পণকারী। (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান) আর পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান পালনকারী।)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رضى الله عنه ـ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ

الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». (صحيح البخاري، حديث رقم: ١١)

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাস করলাম হে, আল্লাহর রসূল ﷺ সর্বোত্তম মুসলমান কে? তিনি বললেন "যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।" (ছহিছ বুখারী, হা: **১১**; রিয়াদুছ ছালিহীন, হা: ২/১৫২০)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন- "পূর্ণ মুসলিম সে পুরুষ বা নারী যার জবান ও হাত হতে অন্যান্য পুরুষ বা নারী নিরাপদে থাকে। (ছহিছ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা: ৬)

অতএব দু'টি জিনিস অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে-

১. জবান

২. আপনার হাত

যতক্ষণ এই দুইটি জিনিস আপনার নিয়ন্ত্রণে না থাকবে ততক্ষণ আপনি একজন পূর্ণ মুসলিম হতে পারবেন না। উপরে উল্লেখিত হাদিসের অর্থ হচ্ছে শরীআতের হুকুম ব্যতীত যে কোন মানুষকে যে কোন রকমের কষ্ট দেওয়া ইসলাম বিরোধী কাজ। এতে মানুষ পূর্ণ মুসলিম থাকে না। (আদর্শ পরিবার, পৃষ্ঠা: ১০)

কাজেই নিজেকে একজন পূর্ণ মুসলিম হিসেবে তৈরি করতে চাইলে অবশ্যই জবান ও হাতকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

জবান দ্বারা যে ক্ষতি হয়: হয়তো আপনি জানেন না আপনার (জিহ্বা) জবান এমন একটি কথার মাধ্যমে আপনাকে জাহান্নামের দ্বার প্রান্তে দাঁড় করাবে, অথচ সেই কথা আপনি অতি তুচ্ছ মনে করবেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ»

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন-"(মানুষ আবার) কখনো অন্যমনস্ক হয়ে আল্লাহর অসন্তোষজনক এমন কথা বলে ফেলে, যার ফলে সে জাহান্নামে গিয়ে পতিত হয়।" (হাদিসের অংশ বিশেষ, ছহিহ বুখারী, হা: ৬৪৭৭; রিয়াদুছ ছালিহীন, হা: ৫/১৫২৩)

অন্য এক হাদিসে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী (সা:) বলেছেন-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَفَعَهُ قَالَ: "إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا". (رواه الترمذي، حديث رقم: ٢٤٠٧)

"আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয় তখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করে যে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, আমাদের ব্যাপার সমূহ তোমার সাথেই সম্পৃক্ত। যদি তুমি সোজা সরল থাক, তাহলে আমরাও সোজা সরল থাকব। আর যদি তুমি বক্রতা অবলম্বন কর, তাহলে আমরাও বেঁকে বসব।" (তিরমিযী, হা: ২৪০৭/রিয়াদুছ ছালিহীন, হা: ১১/১৫২৯)

আর সেই জন্যই আল্লাহর রসূল ﷺ মুসলিমদেরকে বারবার তার জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ»

হযরত উবাদাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ কিসে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব? তিনি বললেন- "তুমি নিজ জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখ"। (তিরমিযী, হা:২৪০৬; রিয়াদুছ ছালিহীন, হা: ১০/১৫২৮)

অতএব, জবানকে নিয়ন্ত্রণ করুন, অন্য মুসলমানকে গালা-গালি করবেন না, ঝগড়া করবেন না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِئَةِ، فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ"

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন- মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী (অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্য আচরণ) এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী। (ছহিহ বুখারী, হা: ৪৮; রিয়াদুছ ছালিহীন, হা: ২/১৫২৭)

যদি কেউ আপনাকে গালাগালি করে তবে আপনি চুপ থেকে ধৈর্য ধারণ করবেন। ফলে গালা-গালির সকল গোনাহ তার উপর বর্তাবে যে আপনাকে গালি দিচ্ছে। (মুসলিম, হা: ২৫৮৭; রিয়াদুছ ছালিহীন, হা: ৩/১৫৬৯)

একজনের কথা অপরজনকে লাগাবেন না, কাউকে বিদ্বেষপূর্ণ কথা বলবেন না।

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، يَعْنِي الْخَزَّازَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ".

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন- তুমি কোন ভাল কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার। (মুসলিম, হা: ২৬২৬; রিয়াদুছ ছালিহীন, হা: ৩/৭০০)

সকল সময়েই অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা করা। নিজ প্রতিবেশীর প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া। মনে রাখতে হবে, মুসলিম সে ব্যক্তি যে, নিজের জন্য যেটা কল্যাণকর মনে করে, অন্যের জন্যও সেটা কল্যাণকর মনে করে। (আহমাদ; মিশকাত, হা: ৪৯৭১)

◉ দ্বিতীয় আদর্শ: মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী। মু'মিন শব্দের অর্থ হলো- বিশ্বাসী, ঈমানদার। পরিভাষায় ঈমান হলো- কুরআনের উপস্থাপিত বিষয় সমূহকে সত্য বলে মেনে নেওয়া। ব্যবহারিক ভাবে ঈমান হলো- কতগুলো গুণের অধিকারী হওয়া। (আদর্শ পরিবার, পৃষ্ঠা: ১০)

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ؟ قَالَ: «إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ»

হযরত আবু উমামা বাহিলী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল ﷺ ঈমানের পরিচয় কি? রসূল ﷺ বললেন-যখন তোমার সৎ কাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার অসৎ কাজ তোমাকে পীড়া দিবে তখনই তুমি প্রকৃত মু'মিন। (মুসনাদে আহমাদ, হা: ২১১৪৫)

ঈমান এমন একটি বিষয় যা আপনার মাঝে যতো বেশি থাকবে তা ততই আপনাকে অসৎ কাজ করার দরুন পীড়া দেবে। যে কোন অসৎ কাজ করলেই আপনার অন্তরে বারবার অনুশোচনা তৈরি হবে। আপনার ঈমান বারবার ধিক্কার দেবে। যখন দেখবেন যে, অসৎ কাজ করার দরুন আপনার ঈমান আপনাকে পীড়া দিচ্ছে না, তখন আপনি বুঝবেন আপনার ঈমান কমে গেছে বা শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। আপনার ঈমানের এমন করুন অবস্থা হওয়া থেকে আপনি মহান আল্লাহর নিকট বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।

আপনার ঈমান আপনার আমানতদারিতা বৃদ্ধি করে দেবে অর্থাৎ আপনার নিজেকে একজন মু'মিন হিসেবে গঠন করতে চাইলে অবশ্যই আপনাকে আমানতদারী হতে হবে।

حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ»

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এরূপ উপদেশ খুব কমই দিয়েছেন যাতে একথাগুলি বলেননি যে, যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই এবং যার অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দ্বীন (ধর্ম) নেই। (মুসনাদে আহমাদ, হা: ১১৯৫৫)

অত্র হাদিসের এই অর্থ বুঝায় যে, যার মধ্যে আমানতদারী নেই, সে পূর্ণ মু'মিন নয় এবং ওয়াদা ঠিক রাখে না সেও পূর্ণ মুমিন নয়।

লজ্জাশীলতাও ঈমান। হাদিসে এসেছে-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ ".

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এক আনসার ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। যিনি তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও কেননা, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। (ছহিহ বুখারী, হা: ২৪; রিয়াদুছ ছালিহীন, পৃষ্ঠা: ১/১৬৬)

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত আছে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- যার লজ্জা নেই তার ঈমান নেই। অর্থাৎ তার ঈমান পূর্ণ নয়।

ঈমানের আর একটি পর্যায় হলো আপনার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তাদি, দুনিয়ার সকল কিছুর চেয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ এর আদেশকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে, সবার চেয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ কেই প্রিয়তম বানাতে হবে।

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন- "তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা ও তার সন্তান এবং অন্যান্য সকল মানুষ থেকে প্রিয়তম না হব।" (আমার আদর্শ হবে তার নিকট সবার চেয়ে প্রিয়তম, সর্বক্ষেত্রে আমার আদর্শ খুঁজে বের করা মুমিনের জন্য জরুরী, আর এটাই ঈমানের পরিচয়)। (ছহিহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা: ৭)

◉ তৃতীয় আদর্শ: অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, মহান আল্লাহ তা'য়ালা এখানে এমন পুরুষ ও নারীর কথা উল্লেখ করেছেন, যারা সর্বদা তাদের অন্তর ও দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আল্লাহর বিধান পালনে মশগুল। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ

অর্থ: ‘‘যে ব্যক্তি রাতের বেলায় বিনয়ের সাথে সেজদাবনত হয়ে দাঁড়িয়ে (আল্লাহ তা’য়ালার) ইবাদাত করে, সে পরকালের (আযাবের) ভয় করে এবং তার মালিকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে।’’ (সূরা যুমার, আয়াত: ৯)

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ তা’য়ালা তাঁর নেক বান্দাদের এমন একটি বিশেষ গুণের কথা তুলে ধরেছেন যা, নবী-রসূল ও অতি উচ্চমানের নেক বান্দাদের আদর্শ। আর তা হলো রাত জেগে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করা।

মানুষ কেনইবা আল্লাহর ইবাদত করবে না? এই আসমান-জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুই একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করে। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ

অর্থ: ‘‘আকাশ ও জমীনে যা কিছু আছে সবাই তাঁর একনিষ্ঠভাবে ইবাদাত করে।’’ (সূরা রুম, আয়াত: ২৬)

অতএব বোন! আপনি যদি কুনুত বন্দী হতে চান তবে আপনার প্রতিও মহান আল্লাহ তা’য়ালার সেই একই আদেশ, যে আদেশ আল্লাহ তা’য়ালা নিম্নের আয়াতে হযরত মরিয়াম (আঃ) কে দিয়ে ছিলেন। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ

অর্থ: ‘‘হে মরিয়াম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর এবং যারা রুকু করে তাদের সঙ্গে রুকু কর।’’ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৪৩)

◉ চতুর্থ আদর্শ: সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী। সম্মানিতা বোন! সত্যবাদীতা এমন একটি জিনিস যা বিশ্বাসীদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا»

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- 'নিশ্চয়ই সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের দিকে পথ নির্দেশনা করে। আর মানুষ সত্য কথা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে মহাসত্যবাদী রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদিতা নির্লজ্জতা ও পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে মহামিথ্যাবাদী রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।' (ছহিহ বুখারী, হা: ৬০৯৪; রিয়াদুছ ছালিহীন, হা: ১/১৫৫০)

◉ পঞ্চম আদর্শ: ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী। 'ছবর' এর অভিধানিক অর্থ হলো নিজেকে বেঁধে রাখা, ধৈর্য ধারণ করা। এখানে এমন পুরুষ ও নারীকে বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর দ্বীন পালন ও তাঁর ইবাদত করতে গিয়ে সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট অকাতরে সহ্যকরে অটল হয়ে থাকেন। শত বাঁধার মোকাবিলা করে দ্বীনের উপর অবিচল থাকে এবং কোন ক্রমেই আদর্শচ্যুত হয় না। (আদর্শ পরিবার, পৃষ্ঠা: ১৩)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا

অর্থ: "আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র।" (সূরা দাহর, আয়াত: ১২)

ধৈর্যশীলকে জান্নাতে আল্লাহ তা'য়ালার ফেরেশতাগণ সালাম দিবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

অর্থ: "(ফেরেশতাগণ) বলবে, তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি সালাম, কত উত্তম এই পরিণাম।" (সূরা রা'দ, আয়াত: ২৪)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

অর্থ: "(হে নবী!) তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে।" (সূরা বাক্বারাহ, আয়াত: ১৫৫)

অতএব দ্বীনের পথে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে গিয়ে যত বিপদ, মুসিবত আসুক না কেন, তাতে ভীত হয়ে পিছিয়ে না গিয়ে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং সামনে অগ্রসর হতে হবে।

◉ ষষ্ঠ আদর্শ: আল্লাহর নিকট বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী। হাফিজ ইবনে কাসির (রহঃ) বলেন, (বিনীত) অর্থাৎ আন্তরিক প্রশান্তি, একাগ্রতা ও বিনম্রতা। কারো অন্তরে আল্লাহর ভয় জায়গা করে নিলেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, অন্তরে নম্রতা সৃষ্টি করে তুমি তাঁকে দেখছো আর তুমি তাকে না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখছেন। সুতরাং প্রথম অবস্থার সৃষ্টি না হলেও এ পরিস্থিতিতে অন্তরে যে, ভাবাবেগ হওয়া জরুরী তা অবশ্যই হতে হবে। (তাফসিরে ইবনে কাসির, ষষ্ঠ খণ্ড, আল কুরআন একাডেমী পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা: ৩১৭)

অতএব প্রত্যেক ইবাদতেই আল্লাহর নিকট বিনীত হবার চেষ্টা করতে হবে। মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

অর্থ: ‘‘অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা তাদের নিজেদের সালাতে বিনয় নম্র।’’ (সূরা মু’মিনুন, আয়াত: ১-২)

◉ সপ্তম আদর্শ: দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী। আল্লাহ তা’য়ালা এখানে এমন নারী-পুরুষের আদর্শ পেশ করেছেন, যারা গরীব-দুঃখী ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি অন্তরে দয়া অনুভব করে। উত্তম মাল কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রদান করে। (আদর্শ পরিবার, পৃষ্ঠা: ১৪)

উক্ত আয়াতের আলোচনায় হাফিজ ইবনে কাসির (রহিঃ) বলেন, ছদকা বলা হয় আল্লাহর আনুগত্য অর্জন ও তাঁর বান্দাদের উপকৃত করার জন্য এমন দুর্বল মুখাপেক্ষীদের প্রতি করুণা করা। যারা নিজের উপার্জন করতে সক্ষম নয়, এমন লোক নয় যারা তাদের জন্য রোজগার করবে। ছহিহ বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত- আল্লাহ তা’য়ালা সাত প্রকার লোককে তাঁর বিশেষ ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর বিশেষ ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে এক প্রকার লোক হলো তারা, যারা এতো গোপনে দান করে

যে, ডান হাত দান করলে বাম হাতও তা টের পায় না। অন্য এক হাদিছে বর্ণিত, ছদকা গোনাহকে ঠিক তেমনি মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

সুনানে তিরমিযী গ্রন্থে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) এর সূত্রে আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- নিশ্চয়ই ছদকা আল্লাহ তা'য়ালার রাগ ঠান্ডা করে দেয় এবং অপমৃত্যু রোধ করে। ছহিহ বুখারী ও মুসলিম হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- তোমাদের সবাই তার রবের সাথে কথা বলবে, বান্দা ও রবের মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। বান্দা তার ডান দিকে তাকাবে, সে সেখানে পূর্বে পাঠানো বস্তু ছাড়া আর কিছু [দেখতে পাবে না, তার বামে তাকাবে, সেখানে সে তার পূর্বে পাঠানো বস্তু ছাড়া আর] দেখবে না। বান্দা তার সামনের দিকে তাকাবে সেখানেও সে জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুন দেখতে পাবে, যা তার চেহারা ঝলসে দেবে। হে লোক সকল! তোমরা জাহান্নামের আগুনকে ভয় করো, এবং তা থেকে বাঁচার উপায় বের করো, যদিও তা একটি খেজুরের সামান্য অংশের বিনিময়েও হয়। অন্য এক হাদিছে হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন জিনিস বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ঈমান আনা। হযরত আবু যার (রাঃ) বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ ঈমানের সাথে আমল লাগবে কি? তিনি বললেন আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে যা দিয়েছেন তা থেকে দান করো অথবা তাঁর দেয়া রিযিক থেকে দান করো। তাই আল্লাহর রসূল ﷺ এক ঈদের খুতবায় বলেছেন- হে মুসলমান নারীগণ! তোমরা দান করো, যদিও অলঙ্কার থেকে করতে হয় কেননা আমি তোমাদের অধিকাংশকে জাহান্নামের আগুনে দেখেছি। এ হাদিছে আল্লাহর রসূল ﷺ মুসলমান নারীদের উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করেছেন, যাতে তারা আল্লাহর রাস্তায় দান/ছদকা করে তার আযাব ও গযব থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যেতে পারে।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমাকে বলা হয়েছে, আমলগুলো পরস্পর প্রতিযোগিতা করে, আর ছদকা বলে আমি তোমাদের মধ্যে

সর্বশ্রেষ্ঠ। ছহিহ বুখারী ও মুসলিম আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا، فَإِذَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِالصَّدَقَةِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَإِذَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَلَا تَسَعُهُ وَلَا تَتَّسِعُ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِأَصَابِعِهِ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى»

আল্লাহর রসূল ﷺ কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন দু'ব্যক্তি যাদের গায়ে লোহার জুব্বা পরার কারণে তাদের হাত তাদের বুক ও গলার সাথে লেগে আছে। এরপর যখন ছদাকাকারী ব্যক্তি যখনই কোনো দান করে, তখন তার জুব্বা প্রশস্ত হতে থাকে, এমন কি তার হাত ও আঙ্গুল আস্তে আস্তে প্রসারিত হতে থাকে। আর কৃপণ যখনই কোনো কিছু দান করার ইচ্ছা করে, তখন তার জুব্বা তার জন্য সংকুচিত হয়ে যায় এবং জুব্বার প্রতিটি জোড়া তাকে আঁকড়ে ধরে তাকে সংকীর্ণ করে ফেলে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি দেখেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেখিয়েছেন, তুমি তা খুলতে চেষ্টা করবে, কিন্তু খুলতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থ: "এটি তোমাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণকর। যে ব্যক্তিকে তার মনের লোভ লালসা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে (সে এবং তার মতো) লোকেরাই হচ্ছে সফলকাম।" (সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬)

তাই তো দান তার শত্রুর কাছেও তাকে প্রিয় আর কৃপণতা তাকে তার সন্তানের কাছেও ঘৃণিত করে তোলে। যেমন কোনো কবি বলেছেন-জন সম্মুখে প্রকাশ দেয় মানুষের ত্রুটি, যদি হয় সে কৃপণ, ঢেকে দেবে তার ত্রুটি সমগ্র খোলা হাতে করে যদি দান। দানের ভূষণ ঢেকে দেয় ত্রুটি দানশীলতা সত্যই ঢেকে দেয় বিচ্যুতি। (তাফসিরে ইবনে কাসির, আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৭)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম পুরুষদেরকে যেমন দানের আদেশ দিয়েছেন, তেমনি নারীদেরকেও দানের আদেশ দিয়েছেন। সকলের জন্যই দানের অভ্যাস তৈরি করা জরুরী।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ اللَّهُ: «أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ»

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- হে আদম সন্তান তোমরা খরচ করো অর্থাৎ সঠিক পথে ব্যয় করো। তাহলে তোমার জন্যও খরচ করা হবে। (ছহিহ বুখারী, হা-৫৩৫২)

অতএব মানুষ সঠিকপথে যত ব্যয় করতে থাকবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ততোই দিতে থাকবেন। আর মানুষ ব্যয় করা বন্ধ করে দিলে আল্লাহও তার জন্য ব্যয় করা বন্ধ করে দিবেন।

কাজেই, দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য বেশি বেশি ব্যয় করা উচিত। সেই দানটি যদিও হাতের বালা, নাকের ফুল, গলার মালা হয়, তবুও।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْخُرْصَ وَالسِّخَابَ، وَأَمَرَ بِهِ فَجُمِعَ فِي ثَوْبٍ لِبِلَالٍ، ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, নবী ﷺ ঈদের দিন বাইরে এসে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। এই সালাতের আগেও তিনি নফল সালাত পড়েননি এবং পরেও না। অতঃপর তিনি মহিলাদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে ছদকা দান করার হুকুম দিলেন। তখন মহিলারা তাদের নাকের বালি ও গলার মালা খুলে দান করেন। (ছহিহ বুখারী, হা-৫৮৮১)

অতঃপর যারা দান না করে নিজেদের অর্থ সম্পদ জমা করে রাখে ইসলামের প্রয়োজনে যখন ব্যয় করে না, তাদের প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾ كَلَّا ۖ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿٥﴾ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ﴿٧﴾ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

অর্থ: ‘‘দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পেছনে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় ও উহা বারবার গণনা করে; সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়; তুমি কি জান হুতামা কি? ইহা আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে। নিশ্চয়ই ইহা তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রাখবে। দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।’’ (সূরা হুমাযাহ, আ: ১-৯)

◉ অষ্টম আদর্শ: ছিয়াম পালনকারী পুরুষ ও ছিয়াম পালনকারী নারী। হাফিজ ইবনে কাসির (রহিঃ) বলেন, ইবনে মাজাহ গ্রন্থে আছে ছিয়াম শারীরিক যাকাত। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি বা আত্মাকে শরীয়াতের আলোকে এবং মানবতার আঙ্গিকে মন্দ অনুভূতি থেকে পবিত্র করা। (তাফসিরে ইবনে কাসির, পৃষ্ঠা: ৩১৯)

ছিয়াম পালনের ফজিলত সম্পর্কে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»

আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে একটি ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর (৭০) বছরের পথ দূরে করে দিবেন। (ছহিহ বুখারী, হা: ২৮৪০)

ছিয়াম পালনকারীদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য মহান আল্লাহ তা’য়ালা একটি স্পেশাল দরজা রেখেছেন, সেই দরজার নাম ‘‘রাইয়ান’’। আর এই দরজা দিয়ে ছিয়াম পালনকারী ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ»

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন- জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে, তার মধ্যে একটি দরজার নাম হচ্ছে রাইয়ান। ছিয়াম পালনকারী ব্যতিত ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। (ছহিহ বুখারী, হা: ৩২৫৭)

শুধু রমাদানের ফরজ ছিয়াম নয়; বরং আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের নফল ছিয়াম অথবা প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ও সোমবারে একটি করে নফল ছিয়াম পালন করার অভ্যাস তৈরি করতে হবে।

◉ নবম আদর্শ: লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী নারী। হাফিজ ইবনে কাসির (রহিঃ) বলেন (লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী নারী।) অর্থাৎ অবৈধ ও অন্যায়ে লিপ্ত হওয়া থেকে হেফাজতকারী। হ্যাঁ, যেখানে বৈধ সেখানে লিপ্ত হতে কোন দোষ নেই। (তাফসিরে ইবনে কাসির, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩২০)

অবশ্যই আপনাকে লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী হতে হবে। আর আমি পূর্বেই বলেছি আপনার যৌবন ও আপনার সৌন্দর্য্য আপনার প্রধান শত্রু। এই শত্রুটি আপনাকে একজন পুরুষের নিকট শুধু একজন নারী হিসেবেই উপস্থিত করে না; বরং একটি হিংস্র ক্ষুধার্থ বাঘের নিকট যেমন সুশ্রী হরিণীকে আকর্ষণীয় মনে হয়, ঠিক তেমনি আপনার যৌবন ও আপনার সৌন্দর্য্য লাগামহীন যুবকের নিকট আপনাকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ"

হযরত সাহল ইবনু সাদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে এই অঙ্গীকার করবে যে, সে তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তু

(জিহ্বা) এবং তার দুই পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর (লজ্জাস্থান) জিম্মাদার হবে, তবে আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব। (ছহিহ বুখারী, হা: ৬৪৭৮)

অত্র হাদিছে আল্লাহর রসূল ﷺ দু'টি কাজ দিয়েছেন-

ক) জবানের জিম্মাদার হওয়ার তথা নিয়ন্ত্রণে রাখার।
খ) আপনার লজ্জাস্থানের জিম্মাদার হওয়া।

তাহলে আল্লাহর রসূল ﷺ আপনার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হবেন। আরো একটি বিষয়ে আপনাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে, তা হলো- মানুষের মুখ আর লজ্জাস্থানই মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করায়।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: «الْفَمُ وَالْفَرْجُ».

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন জিনিস মানুষকে বেশি বেশি জান্নাতে প্রবেশ করায়। রসূল ﷺ বললেন- তা হচ্ছে আল্লাহর ভয়-ভীতি ও উত্তম চরিত্র। আর জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করায়? রসূল ﷺ বললেন- মানুষের মুখ ও লজ্জাস্থান। (তিরমিযী, হা: ২০০৪)

◉ দশম আদর্শ: আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী নারী। তথা বেশি বেশি আল্লাহর যিকরকারী পুরুষ ও আল্লাহর যিকরকারী নারী।

বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের মাঝে যিকর নিয়ে দু'টি ভাগ হয়ে গেছে। এক শ্রেণীর যিকর করার নামে কুরআন সুন্নাহ এর পরিপন্থী কিছু যিকর মনগড়া তৈরি করে নিয়েছে এবং সেটাই ভক্তদের মাঝে প্রচার করছে। আর একদল উপরে উল্লেখিত মনগড়া যিকর পার্টির কর্মকান্ডে যিকর যে ইসলামেরই একটি ইবাদত, তা যে করা খুবই জরুরী, সে কথাটাও অন্তরের বিশ্বাস থেকে হারিয়ে ফেলেছে।

ইসলামে যিকির রয়েছে। তবে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক যিকির করতে হবে। আপনি যিকর করুন- ‘‘সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার’’। আপনি আপনার ইচ্ছামতো যিকির করুন, ইচ্ছামতো যিকির থামান। আপনি সারা দিনে উল্লেখিত যিকির ১০০/৫০০/১০০০/২০০০ আপনার সুবিধা মতো করুন। আর এই সকল তাসবিহ্ পাঠ করার সময় হাতের আঙুল দ্বারাই পাঠ করা উত্তম।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَاسِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، وَاعْقِدُوا بِأَنَامِلِكُمْ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ» (رواه الترمذي في سننه)

হযরত ইয়াসির (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- ‘‘তোমরা সুবহানাল্লাহ্’’, ‘‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ এবং ‘‘সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুছ’’ বলা নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও এবং আঙুল দিয়ে তা গণনা কর। কেননা শেষ বিচার দিবসে আঙুল সমূহ জিজ্ঞাসিত হবে এবং তাদের দ্বারা কথা বলানো হবে। সুতরাং তাসবীহ থেকে বিমুখ হয়ে গেলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। (ছহিহ সুনানে তিরমিযি, ৩য় খন্ড, হা: ২৮৩৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَلَإٍ أَعْلَى مِنْ عِنْدِهِ».

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- ‘‘যখন কোন মানুষ আল্লাহর যিকির করতে বসে তখন আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে নেন, তার রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। আল্লাহ তাঁর পাশের ফেরেশতাগণের সামনে তাদের প্রশংসামূলক আলোচনা করেন।’’ (মুসলিম, হা: ৪৮৬৮)

◉ এগারোতম আদর্শ: আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকে না। এখানে আল্লাহ তা'য়ালা এমন আদর্শবান নারী পুরুষের কথা বলেছেন- যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফায়সালাকে চূড়ান্ত ফায়সালা হিসেবে নিঃস্বার্থ ভাবে পরম আনুগত্যের সাথে মেনে নেয় এবং তাঁদের ফায়সালা ব্যতীত অন্যান্য ফায়সালাকে চূড়ান্ত ভুল বলে মনে করে। (আদর্শ পরিবার, পৃ: ১৮)

উক্ত আয়াতের আলোচনায় হাফিজ ইবনে কাসির (রহিঃ) বলেন, ইমাম আহমদ (রহিঃ) পর্যায়ক্রমে আফফান, হাম্মাদ ইবনে সালমা, সাবেত; কেননা ইবনে নোয়ায়িম আল আদাবী (রহিঃ) এর সূত্রে আবু বারযা আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জুলাইবিব (রাঃ) নামক এক ব্যক্তি মহিলাদের কাছে যাতায়াত এবং তাদের সাথে কৌতুক করতো, এটা জেনে আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, জুলাইবিব (রাঃ) যেন তোমাদের কাছে আজ আসতে না পারে, আসলে আমি এই এই করবো। আনসারদের রীতি ছিলো তাদের কোন অবিবাহিতা মেয়ে থাকলে, আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের মেয়ে বিয়ে করবে না, এটা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের মেয়ে অন্য কোথাও বিয়ে দিতেন না। একদিন আল্লাহর রসূল ﷺ একজন আনসার সাহাবীকে বললেন- তোমার মেয়ে আমায় দিয়ে দাও। আনসার সাহাবী বললেন, এটা তো খুবই খুশির ও সম্মানের বিষয় ইয়া রসূলুল্লাহ্ ﷺ, তখন আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, আমার নিজের জন্য তাকে চাইনি। আনসারী বললেন, তবে কার জন্য হে আল্লাহর রসূল ﷺ। রসূল ﷺ বললেন, জুলাইবিব এর জন্য। আনসারী বললেন, আমি তার আম্মার সাথে একটু পরামর্শ করে বলবো। তিনি তার কাছে এসে বললেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তোমার কন্যার জন্যে বিয়ের পয়গাম দিয়েছেন। স্ত্রী বললেন, খুবই উত্তম প্রস্তাব, খুবই খুশির কথা। তিনি বললেন রসূল ﷺ এর নিজের জন্য নয়; বরং জুলাইবিব নামক এক সাহাবীর জন্যে। তার স্ত্রী বললেন, জুলাইবিব কি তার পুত্র? আল্লাহর কসম, তার সাথে আমরা আমাদের মেয়ে বিয়ে দেবো না। আনসারী যখন আল্লাহর রসূল ﷺ কে তাদের মত জানাতে রওনা হচ্ছিলেন, তখনই তার মেয়ে তার আম্মার কাছে জিজ্ঞেস করলো, কার পক্ষ থেকে বিয়ের পয়গাম এসেছে? তিনি মেয়েকে বিস্তারিত জানালেন। মেয়ে আম্মার কথা শুনে বললো, আল্লাহর রসূল ﷺ এর প্রস্তাব তোমরা প্রত্যাখ্যান

করছো? এটা সম্ভব নয়। তোমরা আমাকে তাঁর হাওলা করো। তিনি কখনও আমার জীবন নষ্ট করবেন না। অতঃপর তার আব্বা রসূল ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনার প্রস্তাবে আমরা সম্মত। তখন তিনি জুলাইবিব (রাঃ) এর সাথে আনসারীর মেয়েকে বিয়ে দেন। (তাফসিরে ইবনে কাসীর আল-কুরআন একাডেমী পাবলিকেশন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ৩২৫)

◉ বারোতম আদর্শ: কেহ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অমান্য করলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে। এখানে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর আদর্শবান বান্দা-বান্দীকে তাঁর নাফরমানী না করার ব্যাপারে কঠোর ভাবে সতর্ক করেছেন। কারণ যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদর্শ বা আদেশ মানবে না তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। (আদর্শ পরিবার, পৃ: ২০)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থ: ''রসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মতো গণ্য করো না; তোমাদের মধ্যে যারা অলক্ষ্যে সরে পড়ে আল্লাহ তো তাদেরকে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে তারা সতর্ক হউক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর মর্মান্তিক শাস্তি।'' (সূরা নূর, আয়াত: ৬৩)

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ সকলের জন্য শরিয়াত। কাজেই আপনি যদি একজন মু'মিন নারী হন তবে অবশ্যই শরিয়াতের নিকট আপনার হাত-পা বাধ্য। আপনি ইচ্ছে করলেই আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এর আদেশ অমান্য করতে পারবেন না। আপনার ইচ্ছে মতো কোন মানব রচিত বিধান আপনি মানতে পারবেন না। আপনার ইচ্ছা মতো কোন ব্যক্তিকে নেতা মানতে পারবেন না। এই সকল কিছুর পেছনেই থাকতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এর নির্দেশনা। স্বীয় সমাজে নিজেকে যেমন একজন মুসলিম নারী হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে, স্বীয় সংসারেও একজন আদর্শ নারী হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।

এই ১২ টি বৈশিষ্ট্যের বাহিরে যা আছে তার প্রায় সবগুলোই অসৎ স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য, যা থেকে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে সাবধান করেছেন।

স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ

পুরুষেরা নারীর কর্তা। কারণ আল্লাহ একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সুতরাং সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ যাহা সংরক্ষিত করিয়াছেন, তাহা হিফাজত করে। (সূরহ নিসা, আ: ৩৪)

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, পৃথিবীর সব কিছুই সম্পদ। এ পার্থিব সম্পদের মধ্যে উৎকৃষ্ট সম্পদ হল সতী স্ত্রী। (মুসলিম ১৪৬৮)

উক্ত হাদিছ থেকে একথা খুব সহজেই অনুমান করা যায়, যে ইসলামে স্ত্রীর মর্যাদা ও গুরুত্ব কত বেশি। স্ত্রীর মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»

আমার নিকট পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হচ্ছে স্ত্রী ও খুশবু। আর ছলাতকে চক্ষু শীতলের মাধ্যম করা হয়েছে। (হাদিছটি আনাস (রা:) হতে বর্ণিত। নাসাঈ ২/৭৭ পৃ; মিশকাত হা: ৫২৬১, রিকাক অধ্যায়, গরীবদের ফজিলত অনুচ্ছেদ)

ইসলাম যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ে উল্লেখ করেছে; তদ্রূপ স্বামীর প্রতি স্ত্রীরও দায়িত্ব পালন ও আনুগত্য আবশ্যকীয় করেছে ইসলাম।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا"

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যদি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তবে স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীকে সিজদা করার আদেশ দিতাম (তিরমিযী; মিশকাত হা: ৩২৫৫)। উক্ত হাদিছ থেকে অবশ্যই বুঝা যায় স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কতটুকু অধিকার রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ».

হযরত উম্মে সালামাহ (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে নারীর মৃত্যুর সময় তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, মৃত্যুর পর সে নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে (তিরমিযী ১১৭৯)। উক্ত হাদিছটিতেও স্ত্রীর ন্যায় স্বামীর গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» (رواه مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর (নফল) সিয়াম পালন করা জায়েজ নয় এবং স্বামীর বাড়িতে তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়াও জায়েজ নয়। (মুসলিম; মিশকাত- ছিয়াম অধ্যায়, কাযা সিয়াম পালন করা অনুচ্ছেদ, হা: ২০৩১)

উক্ত হাদিছটি আমাদের বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। হাদিছে উল্লেখিত ২টি বিষয়ই আমাদের সমাজে বর্তমানে মহামারী। স্ত্রীগণ স্বামীর সেবা যত্নকে একেবারেই তুচ্ছের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এমন কি এই নফল সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে স্বামীর অবাধ্য হয়ে স্বামীর সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ছে। যা একেবারেই ঠিক নয়। আর দ্বিতীয় বিষয়টি ইসলামী সমাজে

এক বড় মহামারী স্বামীর অনুমতি ব্যতীতই একজন স্ত্রী অন্যের সঙ্গে গল্প, হাসি-ঠাট্টায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। যাকে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া নিষেধ। তাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়েও বসতে দেওয়া হয়। এমন কি অনেক নারীই আছে, যারা এ সকল পুরুষদের সাথে মাতাল হয়ে যায় গল্পে। এটা সুস্পষ্ট নিষেধ। হে আমার বোন! আপনি আপনার স্বামীর উপস্থিতিতে নফল ছিয়াম পালন থেকে বিরত থাকুন। যতক্ষন আপনার স্বামী আপনাকে নফল ছিয়ামের অনুমতি দেয়। আপনি আপনার স্বামীর খেদমতে সকল সময় নিজেকে নিয়োজিত রাখুন। যেন আপনার অনুপস্থিতি আপনার স্বামীকে কষ্ট না দেয়। আপনি আপনার নফল ছিয়াম পালনের চেয়ে, নফল ছলাত আদায়ের চেয়ে স্বামীর খেদমতে অধিক কল্যাণপ্রাপ্ত হবেন।

হে আমার বোন! আপনি আপনার স্বামীর অনুপস্থিতিতে আপনি স্বামীর বাড়ির ও আপনার স্বামীর রেখে যাওয়া মূল্যবান সম্পদ, যা আপনার ইজ্জত আপনার কাছে রক্ষিত আছে তার হেফাজত করুন, কোন হারাম পুরুষকে আপনার স্বামীর ঘরে প্রবেশ করানো তো দূরের কথা বাড়ির ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিবেন না। অভিশপ্ত শয়তান মানুষের শত্রু। সেই শত্রু সুযোগ মত আপনার স্বামীর রেখে যাওয়া সেই মূল্যবান সম্পদটির খিয়ানত করতে আপনাকে ঠিকই মোহ করে ফেলবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ»

হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যখন কোন স্ত্রী লোক ৫ ওয়াক্ত ছলাত আদায় করবে, রমাদান মাসে ছিয়াম পালন করবে এবং নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে ও স্বামীর আনুগত্য করবে, তখন তাকে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে বলা হবে। (আহমাদ; আবু নুআইম; মিশকাত হা: ৩২৫৪)

উক্ত হাদিছটিতেও নারীর যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেওয়ার বিষয় ও স্বামীর আনুগত্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কাজেই

স্বামীর সেবা-যত্ন ও খেদমতেই নারীদের জান্নাত রয়েছে। অতএব আপনি এমন কোন কাজ করবেন না, যে আপনার সেই কাজে আপনার স্বামী কষ্ট পান।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا»

হযরত মু'আয ইবনু জাবাল (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, যখন কোন নারী তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতের হুরদের মধ্যে যে তার স্ত্রী হবে সে বলে, হে (অভাগিনী)! তুমি তাকে কষ্ট দিও না, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তিনি তোমার কাছে পরবাসী। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন। (তিরমিযী; ইবনে মাজাহ; মিশকাত হা: ৩২৫৮)

হে আমার বোন! স্বামীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার স্বামী হচ্ছে আপনার জান্নাত ও জাহান্নাম। আপনার স্বামী যদি আপনার সম্পূর্ণ সেবা নাও করতে পারে। তবুও আপনি তার সেবা-যত্নে কমতি রাখবেন না। যদিও স্বামীরও দায়িত্ব আপনার পূর্নাঙ্গ সেবা-যত্ন করা। কিন্তু তা না করাটা স্বামীর অজ্ঞতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ। তবে আপনার দায়িত্ব পালনের জন্য মহান আল্লাহর নিকট আপনি পুরস্কৃত হবেন।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ، أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟» قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: «فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ»

হযরত হুছাইন ইবনু মিহছান বলেন, আমার ফুফু আমার নিকট হাদিছ বর্ণনা করেন যে, কোন প্রয়োজনে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে আসলাম। অতঃপর রসূল ﷺ বললেন, হে অমুক মহিলা! তোমার স্বামী আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, তুমি তার জন্য কেমন? সে বলল আমি তার আনুগত্য ও খিদমতে কমতি করি না। তবে আমি তার পক্ষ

থেকে কমতি পাই। রসূল ﷺ বললেন, তুমি অপেক্ষা কর, তুমি তার মাধ্যমে কোথায় যাবে? কেননা সে তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম। (আহমাদ; আবী শায়বাহ, আদাবুয যিফাত, পৃ: ২৮৫)

হে আমার বোন! আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর হক আদায় করতে পারবেন না। যতক্ষণ না আপনি আপনার স্বামীর হক আদায় করবেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ، لَمْ تَمْنَعْهُ"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, স্ত্রী ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর হক্ব আদায় করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার স্বামীর হক্ব আদায় না করবে। যদি স্বামী উটের গদির উপর থাকা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবুও স্ত্রীকে সম্মতি প্রকাশ করতে হবে। (ইবনু মাজাহ ১৮৫৫)

স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী সহবাসে স্ত্রীর সম্মতি দিতে হবে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا»

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে, আর সে বিছানায় যেতে অস্বীকার করে এবং স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তখন ফেরেস্তাগণ তার প্রতি সকাল পর্যন্ত অভিশাপ করতে থাকেন। অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ আল্লাহর কসম করে বললেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায়

ডাকলে এবং তার স্ত্রী তা অস্বীকার করলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ততক্ষণ পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট থাকে। (বুখারী; মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, হা: ৩২৬৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ"

হযরত ত্বলক বিন আলী (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীকে সহবাসের জন্য ডাকে, তখন সে আগুনের (অর্থাৎ রান্নার) কাছে থাকলেও যেন তার অর্থাৎ স্বামীর কাছে এসে উপস্থিত হয়। (তিরমযী ১১৬৯)

স্ত্রী সহবাসের নিয়ম

মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর লজ্জাস্থানকে হালাল করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে স্ত্রী সহবাসের স্থানকেও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কাজেই কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে যে ভাবেই ইচ্ছে সহবাস করতে পারবে। কিন্তু স্ত্রীর পিছন দ্বারে মিলন করতে পারবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ

তোমাদের স্ত্রী তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদেরকে ব্যবহার করতে পারবে। (সূরহ বাক্বরহ, আ: ২২৩)

উক্ত আয়াতের পর্যালোচনা- উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্ত্রী সহবাসের কোন নিয়ম পদ্ধতি বলে দেননি বরং মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী সহবাসের নিয়ম। উক্ত আয়াতটি নিয়ে অনেক ইসলাম বিদ্বেষী ব্যক্তিরা উক্তি করেন যে, কুরআনের এই আয়াত দ্বারা নারীদেরকে অপমানিত করা হয়েছে। তাদেরকে তুচ্ছ্য তাচ্ছিল্য করে শস্যক্ষেত্র বলা হয়েছে। মূলত তাদের এই উক্ত ধারণাটি সম্পূর্ণ ভাবেই ভিত্তিহীন ও মূর্খতার কারণ। বরং উক্ত আয়াতটি সেই আয়াতের সমর্থক। যেখানে কুরআন মাজিদে উল্লেখ আছে,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে। তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। (সূরহ বাকারহ, আ: ২২৮)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ

স্ত্রীরা তোমাদের পোশাক আর তোমরাও তাদের পোশাক। (সূরহ বাকারহ, আ: ১৮৭)

উক্ত আয়াতদ্বয় হতে অবশ্যই নারীর সম্মান খুব সহজেই অনুমান করা যায়। উপরোক্ত আলোচ্য আয়াতটিও তা থেকে ভিন্ন নয়। বরং সেই আয়াতটিতে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে আরো উত্তম ভাবে বলা হয়েছে। যেখানে নারীকে জমিন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। নারী জমিন, সন্তান ফসল আর পুরুষ বা স্বামী তাহলে বীজ বপনকারী। এখন একটি বার চিন্তা করে দেখুন, যেই কৃষকের জমিন নেই, সে কিভাবে ফসল উৎপাদন করবে?

সুতরাং কৃষক বীজ বপন না করলে যেমন "আল্লাহ না চাহিলে" জমিন ফসল দিতে পারবে না। তেমনি ভাবে- জমিন না থাকলে কৃষকও বীজ বপন করতে পারবে না। কাজেই ফসল উৎপাদনের জন্য, যেমন কৃষকের বীজ বপনের প্রয়োজন, ঠিক তদ্রূপ জমিনেরও প্রয়োজন রয়েছে সমান সমান। অতএব, উক্ত আয়াতে স্ত্রীদেরকে তথা মহান আল্লাহ তা'য়ালা নারীদেরকে শস্যক্ষেত্র বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা অপমান করেন নাই। বরং নারীদরেকে মর্যাদা ও মূল্যায়ন করেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَشْعَرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِيَ اللَّيْلَةَ. قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا. قَالَ: فَأُنْزِلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الآيَةَ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحِيضَةَ. (رواه الترمذي، حديث رقم: ٢٩٨٠، وقال: حديث حسن غريب)

হযরত ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন, উমার (রা:) আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমাকে কিসে ধ্বংস করল? উমার (রাঃ) বললেন, আমি গতরাতে আমার স্ত্রীর পিছন দিক হতে লজ্জাস্থানে সহবাস করেছি। আল্লাহর রসূল ﷺ তার এই কথার কোন উত্তর দিলেন না। অতঃপর রসূল ﷺ এর নিকট এই আয়াত অবতীর্ণ হলো- তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা তাদেরকে তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে। (সূরহ বাকারহ, আ: ২২৩) তখন আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, সামনের দিক থেকে সহবাস কর কিংবা পিছনের দিক থেকে সহবাস কর (কোন দোষ নেই), গুহ্যদ্বার ব্যবহার করা থেকে এবং ঋতু অবস্থায় সহবাস করা থেকে সাবধান থাক। (নাসাই; তিরমিযী; ইবনে মাজাহ, বিবাহ অধ্যায়- সহবাস অনুচ্ছেদ, হা: ৩১৯১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بُهْرَامَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوا فِي نِسَائِهِمْ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يُجَبُّونَ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا تُجَبِّي، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَتَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْهُ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ، فَسَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَعْنِي صِمَامًا وَاحِدًا» (رواه الإمام أحمد في مسنده).

উম্মে সালামাহ (রা:) বলেন, মুহাজিরগণ মদীনায় আনছারগণের নিকট আসলেন এবং তাদের মহিলাদের বিবাহ করলেন। মুহাজিরদের অভ্যাস ছিল স্ত্রীদেরকে উপুড় করে পিছন দিক দিয়ে লজ্জাস্থানে সহবাস করা। কিন্তু আনছারদের এ অভ্যাস ছিল না। মুহাজিরদের একজন তাদের অভ্যাস অনুযায়ী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার ইচ্ছা করলে তার স্ত্রী নাকচ করে দিয়ে বলল, আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আমি এতে রাজি নই। মহিলাটি রসূল ﷺ এর নিকট আসল কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করল। উম্মু সালামা (রা:) বিষয়টি রসূল ﷺ এর নিকট পেশ

করলেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল- তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা তাদেরকে তোমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে। (সূরহ বাকারহ, আ: ২২৩)

রসূল ﷺ বললেন,

«لا، إِلَّا فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ»

এভাবে সহবাস করলে দোষ নেই। তবে সহবাসের একটি মাত্র রাস্তা হচ্ছে লজ্জাস্থান। (মুসনাদে আহমাদ, আদাবুজ জিফাফ, পৃ: ১০২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ مَعَ الْيَهُودِ، وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ، وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْأَنْصَارُ قَدِ اقْتَدَتْ بِهِمْ فِي ذَلِكَ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَشْرَحُ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَتَتَلَذَّذُ بِهِنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُضْطَجِعَاتٍ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ، تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ، فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ: إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ، فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي، حَتَّى كَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا، فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] (رواه أبو داود، حديث رقم: 2164)

হযরত ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন, আনছারী মূর্তিপূজকদের গোত্রটি ইহুদি আহলে কিতাবদের গোত্রের সাথে বসবাস করত। আনছারগণ জ্ঞানের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই ইহুদিদের অনুসরণ করত। আর ইহুদিদের একটি অভ্যাস ছিল, তারা তাদের স্ত্রীদের শুধুমাত্র একদিক দিয়ে সহবাস করত এতে স্ত্রীরা সবচেয়ে বেশী আবৃত হত অর্থাৎ শরীর ঢাকা অবস্থায় থাকত। ফলে আনছারদের এই গোত্র ইহুদীদের এই কাজটি গ্রহণ করে। কুরাইশ গোত্র তাদের স্ত্রীদের সাথে খোলাখুলি সহবাস করত। এবং তাদেরকে সামনের দিক দিয়ে, পিছন হতে, উপর করে উপভোগ করত। অতঃপর মুহাজিরগণ যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন কুরাইশদের এক ব্যক্তি এক আনছারী মহিলাকে বিবাহ করল। তাদের নিয়ম অনুযায়ী মহিলাকে বিবাহ করল। তাদের নিয়ম অনুযায়ী সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করল।

কিন্তু মহিলা তা খারাপ মনে করে বলল- আমাদেরকে শুধুমাত্র একদিক দিয়েই সহবাস করা হয়। অতএব তুমি তাই কর, নইলে আমার সাথে সহবাস করা থেকে বিরত থাক। অবশেষে ব্যাপারটি বিরাট আকার ধারণ করল। এই সংবাদ আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট পৌঁছে গেল। তখন আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াত নাযিল করেন, ''তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র, তোমরা তাদেরকে তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে।'' (আবু দাউদ, বিবাহ অধ্যায়, সহবাস অনুচ্ছেদ, হা: ২১৬৪)

স্তন্যদান কালে স্ত্রী সহবাস করা

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ ابْنَةِ وَهْبٍ، وَهِيَ جُدَامَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيَالِ، فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يَفْعَلُونَ، وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ

হযরত জুদামা বিনতু ওয়াহাব (রা:) বলেন, একদা আমি কতক লোক সহকারে আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে গেলাম, তখন তিনি বলছিলেন, ''আমি স্তন্যদানকালে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে নিষেধ করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আমি রোমান ও ইরানীদের দেখলাম যে, তারা স্তন্যদান কালে স্ত্রী সহবাস করে। অথচ এটা তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি করে না। অতঃপর লোকেরা তাঁকে আযল (সহবাস করে বীর্য বাহিরে ফেলে দেওয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, তখন আল্লাহ রসূল ﷺ বললেন, এটা হলো জীবন্ত সন্তান গোপন ভাবে পুঁতে ফেলা। এটা আল্লাহর বাণীর অন্তর্ভুক্ত, যখন জীবন্ত পুঁতে দেয়া সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে কোন অপরাধে হত্যা করা হয়েছে।'' (সূরা তাকভীর, আ: ৮; মুসলিম, মিশকাত হা: ৩১৮৯)

স্ত্রী সহবাসের সময় বিবস্ত্র হওয়া যায়

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ

তোমাদের মধ্যে হতে তোমাদের স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়াছি যেন সেখানে তোমরা শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে যেন পারস্পারিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি হয়। (সূরহ রুম, আ: ২১)

উক্ত আয়াতে স্ত্রীকে স্বামীর শান্তি ও তৃপ্তি লাভের স্থান বলা হয়েছে। এবং সেই শান্তির মাধ্যমে পরস্পরের ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই স্ত্রী তার স্বামীকে শান্তি বা তৃপ্তি দেওয়ার জন্য সকল প্রকার কলাকৌশল করতে পারবে। সহবাসের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার, এমন পোশাক পরিধান করা যাতে তার প্রতি স্বামীর আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এমন কি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিবস্ত্র হতে পারবে। সহবাসে পূর্ণ তৃপ্তি লাভের জন্য। আর তা ছাড়াও মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ

স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। তোমরা তাদেরকে তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে। (সূরহ বাকারহ, আ: ২২৩)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَكُونُوا عُرَاةً، فَإِنَّ مَعَكُمْ مَلَائِكَةً لَا يُفَارِقُونَكُمْ، إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَعِنْدَ جِمَاعِ النِّسَاءِ، فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ" (رواه الترمذي، حديث رقم: 2800، وقال: حديث حسن غريب)

হযরত ইবনু উমার (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা কখনো নগ্ন হবে না। কারণ তোমাদের সাথে এমন কতগুলো ফেরেস্তা থাকে যারা তোমাদের নিকট হতে পৃথক হয় না। তবে পেশাব পায়খানার সময় ও স্ত্রী সহবাসের সময় নগ্ন হতে পার। কাজেই তোমরা ফেরেস্তাদের লজ্জা কর এবং তাদের মর্যাদা দাও। (তিরমিযী; মিশকাত, হা: ৩১১৫)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا تَرَاهَا» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ:

«فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ» (رواه الترمذي، حديث رقم: 2794، وقال: حديث حسن)

হযরত বাহয ইবনু হাকীম তার পিতা হতে, তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, তার দাদা বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তুমি তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত অন্যের সামনে নগ্ন হয়ো না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! কোন লোক একা থাকলেও কি নগ্ন হতে পারে না? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, আল্লাহকে অধিক লজ্জা করা উচিত। (মুসনাদে আহমাদ; তিরমিযী; মিশকাত হা: ৩১১৭)

উপরোক্ত হাদিসদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সহবাসের সময় স্বামী-স্ত্রী বিবস্ত্র হতে পারবে।

স্ত্রী সহবাসে নেকী লাভ

স্ত্রী সহবাস ইসলামে একটি অন্যতম সৌন্দর্য, এতে মানুষের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার একটি মাধ্যম। আর স্ত্রীর সহবাসের মহৎ উদ্দেশ্য হলো নিজেকে পবিত্র করণ। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি। পারিবারিক জীবন গঠন। আর স্ত্রী সহবাসের আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য হলো সন্তান লাভ। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۠

এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং (আল্লাহর নিকট এমন সন্তান চাও) যা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। (সূরহ বাকরহ, আ: ১৮৭)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ سُبْحَانَ اللَّهِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ الْحَمْدُ لِلَّهِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ اللَّهُ أَكْبَرُ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَلَالٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ" (رواه مسلم، حديث رقم: 1006)

হযরত আবু যার (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই প্রত্যেক বার ‘‘সুবহানাল্লাহ’’ বলা একটি ছদাকা, প্রত্যেক বার ‘‘আল্লাহু আকবার’’ বলা একটি ছদাকা। প্রত্যেক বার ‘‘আল-হামদুলিল্লাহ’’ বলা একটি ছদাকা প্রত্যেক বার ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ বলা একটি ছদাকা। ভালো প্রত্যেক কাজের উপদেশ দেওয়া একটি ছদাকা এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করাও একটি ছদাকা। এমনকি স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি ছদাকা। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমাদের কেউ তার কাম প্রবৃত্তিকে মিটাবে আর তাতেও তার নেকী হবে? রসূল ﷺ বললেন, তোমরা বল দেখি! যদি তোমাদের কেউ তা হারাম উপায়ে করত, তবে তার গোনাহ হত কিনা? অতএব যে ব্যক্তি তা হালাল উপায়ে করবে তাতে তার জন্য নেকী হবে। (মুসলিম; মিশকাত, যাকাত অধ্যায়, দানের ফজিলত অনুচ্ছেদ, হা: ১৮৯৮)

পারিবারিক জীবনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য সন্তান লাভ

সন্তান গ্রহণের মধ্য দিয়েই আসে পারিবারিক জীবনে এক অফুরন্ত আনন্দ। একটি পরিবারে অনেক সদস্য থাকলেও যেই পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সন্তান নেই, এটা যেন এক বড় শুন্যতা। সেহেতু সফল স্বামী-স্ত্রীরই মনের বড় আশা সন্তান লাভ। আর কুরআন মাজীদেও একাধিক আয়াত থেকে সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায় স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক জীবনের এক অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সন্তান লাভ।

মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ

হে মানব মন্ডলী। তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন। (সূরহ নিসা, আ: ১)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ

তিনি অর্থাৎ আল্লাহ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্যে হইতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পশুদের মধ্যে হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন উহাদের জোড়া। এই ভাবে তিনি তোমাদের বংশবিস্তার করেন। (সূরহ শুরা, আ: ১১)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً

আর আল্লাহ তোমাদের হইতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের যুগল হইতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। (সূরহ নাহল, আ: ৭২)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ

অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। (সূরহ কাহাফ, আ: ৪৬)

জানা প্রয়োজন: বর্তমান সময়ে দেখা যায় যে, অনেক অভিভাবকরাই তাদের কন্যাকে বিবাহ দেয় ছেলে প্রবাসে থাকা অবস্থাতেই। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের এক ব্যক্তি তার মেয়েকে বিবাহ দিবেন। যেই ছেলের সাথে বিবাহ দিবেন সেই ছেলে আরব, ইউরোপ সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে অবস্থান করে। অর্থাৎ, যে ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিবাহ হবে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি রাষ্ট্রে অবস্থান করছে। এ অবস্থায় তাদের পরিবার তাদের বিবাহ সম্পন্ন করে মোবাইলের ভিডিও কলের মাধ্যমে।

আমি মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর বলি যে, "এমন বিবাহ স্পষ্টই হারাম"। বিবাহের জন্য শর্ত হলো যে, ছেলে-মেয়েকে একই অঞ্চলে বা একই সাথে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে একই স্থানে বা অঞ্চলে থাকলে, তখন যদি অভিভাবক ও মুমিনরা ভিডিও কলে যুক্ত থেকে বিবাহ দিলে তা হালাল বিবাহ হিসেবে গণ্য হবে।

অতঃপর এমন বিবাহও জায়েজ নেই যে, ছেলে-মেয়ে একই স্থানে থেকে শরিয়া মোতাবেক বিবাহ করে দুই এক মাস একসাথে সংসার করার পর, দুই এক বছর বা তারও বেশি সময়ের জন্য স্বামী তার স্ত্রীকে রেখে প্রবাসে চলে যাবে। কেননা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকদের ইদ্দত পালনের সময়কাল চার মাস দশ দিন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মারা যাবে সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন বিরত রাখবে। তারপর যখন তাদের ইদ্দৎকাল পূর্ণ হবে, তখন তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বৈধভাবে যা কিছু করবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ সে বিষয়ে পরিজ্ঞাত।" (সূরহ বাকারহ, আ: ২৩৪)

অতএব শরীয়াহ সম্মত কোন কারণ ছাড়া শুধু জীবিকা নির্বাহের কারণ দিয়ে চার মাস দশ দিনের অধিক স্ত্রীর নিকট থেকে দূরে থাকা জায়েজ নেই। এতে স্ত্রীর জন্য অন্য কাউকে বিবাহ করা বৈধ হয়ে যায়।

সন্তান লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ

হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর সন্তান লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ-

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَقَالَ إِنِّيْ ذَاهِبٌ إِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾

সে অর্থাৎ ইব্রাহীম বলিল, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চলিলাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করিবেন। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর। (সূরহ ছফফাত, আ: ৯৯-১০০)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের ১০০ নং আয়াতটি নেক সন্তান লাভের দু'আ।

হযরত যাকারিয়া (আ:) এর সন্তান লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾

আর স্মরণ কর! যাকারিয়ার কথা, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহবান করিয়া বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা অর্থাৎ নিঃসন্তান রাখিও না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী। (সূরহ আম্বিয়া, আ: ৮৯)

অন্য জায়গায় বলেন,

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হইতে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (সূরহ আলে ইমরান, আ: ৩৮)

আমীর বা তাকওয়াশীল ব্যক্তির নিকট হতে নবজাত শিশুর জন্য দু'আ ও তাহনীক করা

তাহনীক হলো আমীর বা তাকওয়াশীল ব্যক্তির নিকট থেকে নবজাত শিশুর জন্য খেজুর চিবিয়ে অথবা মধু বা মিষ্টি জাতীয় কোন কিছুতে আমীর বা তাকওয়াশীল ব্যক্তির লালা মিশ্রিত করে নবজাত শিশুর মুখে দেওয়া। তাহনীকের পর আমীর বা তাকওয়াশীল ব্যক্তি নবজাত শিশুর জন্য কল্যাণের দু'আ করবেন। যদি সম্ভব হয় তবে আমিরুল মুসলিমিনের নিকট হইতে শিশুকে তাহনীক করা উত্তম।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: حَمَلْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ قُبَاءً، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، فَدَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِهَا وَدَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ

(رواه البخاري، حديث رقم: 3909)

হযরত আবু বকর (রা:) এর মেয়ে আসমা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি মক্কাতেই আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়েরকে গর্ভে ধারণ করেন। তিনি আরো বলেন, কুবা নামক স্থানে অবস্থানকালেই আব্দুল্লাহ জন্মলাভ করে। অতঃপর আমি তাকে নিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট আসলাম এবং শিশুটি তাঁর কোলে তুলে দিলাম। তিনি একটি খেজুর নিয়ে চিবিয়ে শিশুর মুখে রাখলেন এবং তালুতে পৌঁছে দিলেন। (কাজেই আল্লাহর রসূল ﷺ এর লালা মিশ্রিত খাদ্য সর্বপ্রথম তার পেটে প্রবেশ করল) অতঃপর রসূল ﷺ তার জন্য কল্যাণ ও বরকতের দু'আ করলেন। মদিনায় মুহাজিরদের পক্ষ থেকে এটাই ছিল প্রথম শিশু। (বুখারী; মুসলিম; মিশকাত হা: ৪১৫১)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ

হযরত আয়েশা (রা:) বলেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে নবজাতক শিশুকে নিয়ে আসা হত। তিনি তাদের কল্যাণ ও বরকতের জন্য দু'আ করতেন এবং তাদেরকে তাহনীক করতেন। (মুসলিম; মিশকাত হা: ৪১৫০)

জন্ম নিয়ন্ত্রণ শিশু হত্যার শামিল

ইসলামে জন্ম নিয়ন্ত্রণ শিশু হত্যার শামিল। যা বর্তমান সমাজে ব্যাপক প্রচলন। জন্ম নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর শয়তান দ্বারা পরিচালিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَ كَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَ لِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ

এই ভাবে তাহাদের দেবতারা বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে তাহাদের সন্তানদের হত্যাকে শোভন করিয়াছে তাহাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। (সূরহ আনআম, আ: ১৩৭)

উক্ত আয়াতে ৪টি বিষয় উল্লেখিত-

১। দেবতা অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন প্রভূ যার উৎপত্তি শয়তান হতে বা শয়তান নিজেই।

২। যারা মহান আল্লাহকে ব্যতীত ভিন্ন কোন প্রভূকে তথা শয়তানকে মান্য করে তারা সকলেই মুশরিক।

৩। আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন প্রভূ অর্থাৎ শয়তান মানুষকে নিজ সন্তান গর্ভ অবস্থায় হত্যা বা জন্ম নিয়ন্ত্রনের আদেশ দেয় এবং জন্ম নিয়ন্ত্রন শয়তানের অনুসারী তথা মুশরিকদের কাছে শোভন করে তুলে। তখনই শয়তানের অনুসারীরা শ্লোগান দিয়ে বেড়ায় ‘‘২টির বেশি ৩টি নয়, একটি হলে ভালো হয়’’ এই উক্তিটি একটি কুফুরি উক্তি। কারণ এই উক্তিটির বিপরীত ইসলাম।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» (رواه أبو داود، والنسائي)

হযরত মা’কান ইবনু ইয়াছার (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা বিবাহ কর প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান প্রসবকারিনী নারীকে। (আবু দাউদ; নাসায়ী; মিশকাত ৩০৯১, বিবাহ অধ্যায়)

৪। জন্ম-নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে শয়তান একটি বৃহত্তর জাতিকে ক্ষুদ্র জাতিতে পরিনত করে। জন্ম-নিয়ন্ত্রনে মুসলমানদের ক্ষতি এবং বিধর্মী তথা ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য সকল ধর্মের লাভ। যেই ধর্মগুলো সরাসরি শয়তান দ্বারা পরিচালিত একই কাজে এক জাতির ক্ষতি আর অন্য জাতির লাভ? তার কারণও বিশ্লেষণ-

ক। মুসলিম জাতির ক্ষতি- তার কারণ মুসলিমগণ আত্মসমর্পণকারী। কুরআন মাজিদ এ উম্মতি মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মতের উপাধি রাখা হয়েছে ‘উম্মাতু মুসলিমাহ অর্থ: আনুগত্য জাতি’।

অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীরা একমাত্র প্রভূ মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে উম্মাতু মুসলিমাহ অর্থাৎ আনুগত্য জাতি উপাধিতে ভূষিত হয়েছে। কাজেই মুসলিমগণ এমন কিছু করতে পারে না। যে কারণে সে

আল্লাহর আনুগত্য থেকে ছিটকিয়ে পড়ে যার একটি যেনা ব্যভিচার। কাজেই মুসলমানগণ হালাল পন্থায় বিবাহ করে জৈবিক চাহিদা পূরণ করেন এবং চরিত্রের উন্নতি ঘটান। আর ইহুদি খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই এর ভিন্নতা।

খ। ইহুদি-খ্রিষ্টান বা মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য বা জাতি বা বিধর্মীদের লাভ। দিবালোকের মত একটি কথা সকলের নিকটেই স্পষ্ট যে, ইহুদি-খ্রিষ্টানরা বিবাহের পূর্বেই স্ত্রী মিলনকে অধিক গুরুত্ব দেয় এবং এই স্ত্রী মিলনে তারা সন্তানও জন্ম দেয়। যার ফলে তাদের বিবাহের পূর্বেই ২/৩ টি করে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। যাদের ২/১ টির নামও আমি উল্লেখ করছি।

১। ব্রিটেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বিবাহের পূর্বেই বান্ধবীর পেটে বাচ্চা। (বিয়ে ছাড়াই কন্যা সন্তানের বাবা হলেন বরিস জনসন, https://m.dailyinqilab.com/article/443043)

২) বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়ার পর্তুগালের রোনাল্ডো যার বিবাহের পূর্বেই যেনার মাধ্যমে বিভিন্ন বান্ধবীর গর্ভে ৪টি বাচ্চা।
(https://www.sonalinews.com/sports/news/49156)

৩। বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়ার আর্জেন্টিনার মেসি যার বিবাহের আগেই ৩টি বাচ্চা। (https://www.banglatelegraph.com/article/56094)

৪। বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়ার আর্জেন্টিনার মেরাডোনা যার বিবাহের পূর্বেই তিন-চার বাচ্চা। (https://www.risingbd.com/sports/news/124149/)

৫। বিখ্যাত অ্যাপেলকোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবস যে নিজেই পিতার বিবাহের পূর্বে জন্ম গ্রহণকারী সন্তান, তার নিজ মুখে স্বীকৃতি।
(https://www.prothomalo.com/technology/nqx3urkmsv)

৬। বিজনেস টাইকুন রিচার্ড ব্রানসন বিয়ের আগেই দুইটি বাচ্চা নেয় এরপর বিয়ে করে।
(https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Branson?utm_source=chatgpt.com)

এছাড়া বহু এরকম বিধর্মী রয়েছে যারা বিয়ের আগেই বাচ্চা নেয় এরপর তা গোপনও রাখে বহু সময়। এরকম একটি লিস্ট পাবেন এই নিউজ লিঙ্কে-

https://www.yahoo.com/entertainment/celebrity/articles/celebrity-couples-had-kids-getting-144125017.html

এরূপ আরো অনেকে রয়েছে যাদের নাম জানা অজানা রয়েছে। তা ব্যতীতও এই জাতিগুলো আনুগত্যশীল জাতি নয় যে জন্য তাদের ভিতরে আল্লাহর ভয় নেই। আর যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই তাদের বিয়ের পূর্বে সন্তান গ্রহণ অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

উভয় পক্ষের মধ্যে বিশ্লেষণ পর্ব:

এখন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি একটু স্থীর হয়ে চিন্তা করে দেখুন- মুসলিম মানেই একটি আনুগত্যশীল জাতি যারা ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেনা-ব্যভিচার কে হারাম করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِیْلًا ﴿۳۲﴾

আর যিনার নিকটবর্তীও হইও না, ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (সূরহ বানী ইসরাঈল, আ: ৩২)

কাজেই একজন মুসলিম ব্যক্তি কখনোই যেন-ব্যাভিচারকে হালাল করে নিয়ে এমন অশ্লীলতাকেই জীবন গড়ার মাধ্যম করে নিতে পারে না। ফলে তারা যেনা-ব্যভিচারের বিপরীত বিবাহকে গ্রহণ করেছেন। আর কোন মুসলিম দেশে যদি সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ভাবে এই উক্তি ঘোষণা করা হয় যে, "২টির বেশি ৩টি নয়, ১টি নিলে ভাল হয়" তবে স্বাভাবিক ভাবেই তা বিবাহের পরে সন্তান নেওয়াকেই বুঝাবে। আর এই উক্তিকে বাস্তবায়ন করার জন্য যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বা পরিবার-পরিকল্পনার নামে অবৈধ সংস্থাকে মাঠে নামানো হয় এবং প্রতিটি গ্রামে গ্রামে মাঠ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে এই অবৈধ ব্যবস্থাপনাকেই অধিকাংশ মানুষই বৈধ বলে গ্রহণ করে নেবে। ফলে মুসলমান কয়েকটি ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

◈ ১। হারামকে হালাল মেনে গ্রহণ করার কারণে গোনাহগার হবে।

◈ ২। এই পন্থাকে গ্রহণ করার মাধ্যমে শয়তানী প্রভূর আদেশকে মান্য করা হবে। ফলে অনেক মুসলিম আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখার পরেও মুশরিক হয়ে যাবে।

যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٦﴾

তাদের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করার পরেও, তারা মুশরিক। (সূরহ ইউসুফ, আ: ১০৬)

◈ ৩। এই পন্থার মাধ্যমে তারা গর্ভাবস্থায় গর্ভের সন্তানকে হত্যা করবে। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা তা নিষেধ করেছেন, এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿٣١﴾

তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করিও না। উহাদের কেও আমিই রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয়ই উহাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (সূরহ বানী ইসরঈল, আ: ৩১)

আর বর্তমান সময়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বা পরিবার-পরিকল্পনার মাঠ কর্মীরা বাড়িতে বাড়িতে নারীদেরকে সেই প্রলোভন দিচ্ছে তা হলো দারিদ্রতার ভয়, বাড়তি ঝামেলা। যা কখনোই বৈধ নয়। আর শয়তানেরই কাজ মানুষকে দারিদ্রতার ভয় দেখানো। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ

শয়তান তোমাদের দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। (সূরহ বাকারহ, আ: ২৬৮)

আর শয়তানের এই প্রলোভন অধিকাংশ মানুষ মেনে নেবে; আর কুরআন মাজীদ এ উল্লেখিত হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿١٧﴾

(শয়তান বলেছে) অতঃপর আমি তাহাদের নিকট আসিবই তাহাদের সামনে পিছনে, ডান ও বাম দিক হইতে এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না। (সূরহ আ'রফ, আ: ১৭)

অর্থাৎ শয়তানের এই সকল বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের জাল দিয়ে অধিকাংশ মানুষকে বিপথগামী করে ফেলবে। আর এই ষড়যন্ত্রেরই একটি হল এই জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনা। যার মাধ্যমে মানুষ তার গর্ভের সন্তানকে গর্ভ অবস্থায় হত্যা করে বা সন্তান যেন গর্ভে না আসতে পারে সেই ব্যবস্থা করেই বিভিন্ন ঔষধ দ্বারা সেই বাচ্চাকে হত্যা করা হয়। যার ফলে মুসলমান হত্যাকারী হিসেবে গোনাহগার হবে।

◈ ৪। মুসলিম জনশক্তিতে বাঁধাগ্রস্থ। অর্থাৎ জনশক্তি কমে যাবে। যা মুসলিম উম্মাহর এক বড় ধরনের ক্ষতি। আর সেই ক্ষতির কথাই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। এখন বলতে পারেন এই জনশক্তি কমে যাওয়ার ক্ষতিটা তো শুধু মুসলিমদেরই হবে না। বরং এ পদ্ধতি মানার কারণে ইহুদিদেরও এই ক্ষতিটা হবে। কারণ তারাও তো বিবাহিত জীবনে "২টির বেশি ৩টি নয়, একটি হলে ভালো হয়" এই শ্লোগানটিকে বাস্তবায়ন করবে। কারণ এই নিয়ম-পন্থাতো তাদেরই তৈরি?

উত্তর: হ্যাঁ! তাদেরই এ পদ্ধতি মানার কারণে '২টির বেশি ৩টি নয়, একটি নিলে ভালো হয়' এটা মানতে হবে। কারণ এই পদ্ধতি তাদেরই দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু একটি বার কি ভেবে দেখেছেন? তারা বিবাহিত জীবনে ২/১টি সন্তান নেবার কথা বললেই তারা বিবাহের আগে সন্তান নিচ্ছে। তাদের অপকর্ম ও যেনার কারণে তাদের অবৈধ সন্তানগুলো কুকুরের বাচ্চার মত পথে ঘাটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যার সবগুলোই প্রায় শয়তানের অনুসারী। এ উক্তি দ্বারা এই দিকে তারা মুসলমানের বৈধ জনশক্তিকে অবৈধ ভাবে কমিয়ে দিবে। আর ঐদিকে তারা অবৈধ ভাবে পথে ঘাটে সন্তান জন্ম দিয়ে রাখবে। তাতে পিতার পরিচয় না থাকলেও সমস্যা নেই। আর এভাবেই যখন মুসলিম জনশক্তি কমে যাবে। তখন শয়তানের জনশক্তি বেড়ে যাবে। ফলে শয়তান তার জনশক্তি নিয়ে মুসলিম জনশক্তির উপর আক্রমণ করে বসবে। মুসলিমদের কম সন্তান নেওয়া এটাই একটি বড় ধরনের ক্ষতি। আর এটাই হচ্ছে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বা পরিবার পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

অতঃপর, কেহ আবার ইসলামের আ'যলের হাদিসগুলো উল্লেখ করে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনাকে জায়েজ করার ব্যর্থ চেষ্টা করবেন না। কারণ হত্যা আর আযল এক জিনিস নয়। কারণ আ'যলের অর্থ স্বামীর

বীর্যকে স্ত্রী সহবাসকালে স্ত্রীর লজ্জাস্থানে না ফেলে বাহিরে ফেলা। আর দারিদ্রতার ভয়ে শিশুকে হত্যা করার ব্যাপারে ক্বতল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ হত্যা করা।

আযল দ্বারা কোন সন্তানকে হত্যা করা হয় না। হযরত জাবির (রা:) বলেন-

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً تَخْدُمُنِي، وَأَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، قَالَ: «فَاعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» قَالَ: فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ حَمَلَتْ، قَالَ: «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» (رواه مسلم، حديث رقم: 1438)

এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার একটি দাসী আছে, সে আমাদের খিদমত করে। আমি তাকে উপভোগ করি। অথচ তার গর্ভধারণ করাকে আমি পছন্দ করি না। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে আযল করতে পার। তবে তার যা ভাগ্যে নির্ধারিত আছে তা হবেই। হাদিস বর্ণনাকারী বলেন, কিছু দিন অপেক্ষার পর সে ব্যক্তি পুনরায় আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! দাসীটি গর্ভধারণ করেছে। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমাকে পূর্বেই বলেছি তার যা হওয়ার তা হবেই। (মুসলিম ১৪৩৮; মিশকাত, বিবাহ অধ্যায়, হা: ৩১৮৫)

আর হত্যা হলো কোন কিছু দিয়ে কাউকে আঘাত করে বা কোন কিছু পানাহার করিয়ে মেরে ফেলা বা মৃত্যুকে হত্যা বলে। আর বর্তমানে জন্ম নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বা পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে যেটা করা হচ্ছে- তা অবশ্যই হত্যা।

একটি বিষয় নিরসন

ছহিহ মুসলিম এর একটি হাদিছে আল্লাহর রসূল ﷺ আযল কেও গোপন জীবন্ত হত্যা অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও সরাসরি হত্যা করা আর হত্যাকারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া এক নয়। যেমন একজন ব্যক্তি অন্য একজনকে কোন কারণ বশত অথবা কারণ ছাড়াই হত্যা করল। অতঃপর

তার নামে থানায় মামলা হলো, ঐ হত্যাকারীর সাথে আরো ১০/১৫ জনকে জড়িত করা হলো, অথচ তারা কেহ হত্যা করেনি। তবুও তারা হত্যাকারীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রশাসনের কাছে কিন্তু হত্যাকারী আর হত্যাকারীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে যারা অভিযুক্ত হয়েছে তাদের অবস্থা এক নয়। আমি বিষয়টি আরো স্পষ্ট ভাবে বোঝানোর জন্য হাদিছের উপমা পেশ করছি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ»

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেছেন, হযরত নাবী করীম ﷺ বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি ব্যতীত আর কারো সাথে ভালো সম্পর্ক রেখো না। (রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খন্ড, হা: ৩৬৭; আবু দাউদ; তিরমিযী)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ" وَفِي رِوَايَةٍ: "أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা:) বলেন, হযরত নাবী করীম ﷺ বলেছেন, মানুষ যে যার সাথে সম্পর্ক রাখে বা ভালোবাসে, সে তারই অন্তর্ভুক্ত। (রিয়াদুস সালেহিন, ১ম খন্ড, হা: ৩৬৯; বুখারী; মুসলিম)

উক্ত হাদিছে উল্লেখিত যে, যার সাথে যার ভালো সম্পর্ক বা মহব্বত থাকবে সে তার অন্তর্ভুক্ত। এখন যদি এমন হয় যে- একজন ব্যক্তির কোন ইহুদি বা খ্রিষ্টান আত্মীয় আছে এবং সে তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক রেখেছে। যদিও সে ইসলাম ধর্মের পূর্ণ অনুসারী। সে কি ইহুদি-খ্রিষ্টান হয়ে যাবে? না, সে সরাসরি ইহুদি বা খ্রিষ্টান হবে না। তবে যদি সে সেই ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে রাখা সম্পর্ক নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করে, তবে তাকে তার অন্তর্ভুক্ত বলা যাবে, কিন্তু সে সরাসরি ইহুদি বা খ্রিষ্টান না। নিম্নে আরো একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্যঃ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ كِنَانَةَ مَوْلَى صَفِيَّةَ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ جَارِيَةً لَهَا

أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: إِنَّ صَفِيَّةَ تُحِبُّ السَّبْتَ وَتَصِلُ الْيَهُودَ. فَبَعَثَ إِلَيْهَا عُمَرُ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَمَّا السَّبْتُ فَلَمْ أُحِبَّهُ مُنْذُ أَبْدَلَنِي اللَّهُ بِهِ الْجُمُعَةَ، وَأَمَّا الْيَهُودُ فَإِنَّ لِي فِيهِمْ رَحِمًا فَأَنَا أَصِلُهَا. ثُمَّ قَالَتْ لِلْجَارِيَةِ: مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ؟ قَالَتْ: الشَّيْطَانُ. قَالَتْ: فَاذْهَبِي فَأَنْتِ حُرَّةٌ

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনিন হযরত সাফিয়া (রা:) এর এক দাসী একবার খলিফা হযরত উমার (রা:) এর নিকট অভিযোগ করেন যে, এখনও তাঁর (সাফিয়া রাঃ) মধ্যে ইহুদী ভাব রয়েছে। কারণ, তিনি এখনও শনিবারকে মানেন এবং ইহুদিদের সাথে ভালো সম্পর্ক বা ভালোবাসা বজায় রাখেন। দাসীর কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য হযরত উমার (রা:) লোক মারফত হযরত সাফিয়া (রা:) কে অভিযোগের ব্যাপারে জিজ্ঞাস করেন। তিনি জবাব দেন, যখন থেকে আল্লাহ আমাকে শনিবারের পরিবর্তে জুম'আকে দান করেছে, তখন থেকে শনিবারকে মানার কোন প্রয়োজন নেই। আর ইহুদিদের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, সেখানে আমার আত্মীয়-স্বজন আছে, তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার দিকে আমার দৃষ্টি রাখতে হয়। তারপর তিনি দাসীকে ডেকে জানতে চান, এ অভিযোগ করতে কে তোমাকে উৎসাহিত করেছেন? দাসী বললেন, শয়তান। হযরত সাফিয়া (রা:) চুপ হয়ে যান এবং দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্তি করে দেন। (সিয়ারু আ'লামিন আন-লুবালা ২/২৩৩; আল-ইসতীয়ার ৪/৩৪৮; আসহাবে রসূলের জীবন কথা, ৫ম খন্ড, পৃ: ৩০১-৩০২)

উপরে উল্লেখিত ঘটনার দাসী সেই হাদিসকে কেন্দ্র করেই উম্মুল মু'মিনিন হযরত সাফিয়া (রা:) কে উল্লেখিত দোষে অভিযুক্ত করেছিলেন, যে হাদিছে বলা আছে মানুষ যার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখবে বা ভালোবাসবে, সে তারই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উল্লেখিত ঘটনায় লক্ষণীয় একটি যে- দাসী হযরত সাফিয়া (রা:) কে ইহুদি বলেন নি, বরং বলেছেন, তার মাঝে ইহুদির ভাব আছে। অতএব আমি সেই পূর্বের বিষয় নিরসন করছি- যে হত্যা করে এবং যে হত্যাকারীর অভিযুক্তের অন্তর্ভুক্ত। দুটি বিষয় এক নয়, কাজেই ক্বতল শব্দের অর্থ হত্যা। আর আ'যল শব্দের হত্যা কখনোই এক নয়। এই দুটি শব্দের মধ্যে রয়েছে রাত আর দিন পার্থক্য। তবে আ'যল করা অনুচিত

বুঝানো অর্থই হয়তো আল্লাহর রসূল ﷺ উক্ত হাদিছে আ'যল করাকে গোপন জীবন্ত হত্যার অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। (আল্লাহই অধিক জানেন)

কিন্তু আ'যল করা অনুচিত এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ তথা গর্ভের শিশুকে হত্যা করা নিষেধ। তবে যদি গর্ভধারনের কারণে কঠিন কোন রোগ বৃদ্ধি বা মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে তবে আ'যল করতে পারে বা জন্ম-নিয়ন্ত্রনের কোন মাধ্যমও গ্রহণ করতে পারে।

শিশুকে দুধপান করানো বা যে কোন খাদ্য খাওয়ানোর সময় "বিসমিল্লাহ" বলতে হবে

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» (رواه مسلم)

হযরত হুযায়ফা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, শয়তান সেই খ্যাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয়, যে খাদ্যে "বিসমিল্লাহ" বলা হয় না। (মুসলিম; মিশকাত, খাদ্য অধ্যায়, হা: ৪১৬০)

শিশুকে ডান দিক হতে দুধ পান করানো উত্তম

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»

হযরত আমর বিন সালামাহ (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমার ডান হাত দ্বারা তুমি ভক্ষণ কর এবং তোমার সামনের দিক হতে ভক্ষণ করতে থাক। (ছহিহ বুখারী ৫৩৭৯; মুসলিম ২০২৫)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»

হযরত ইবনু উমার (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ভক্ষণ করে, সে যেন ডান হাত দ্বারা ভক্ষণ করে এবং যখন সে পান করে, সে যেন ডান হাতের দ্বারা পান করে। (মুসলিম ২০২৪)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»

হযরত ইবনু উমার (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা কখনো বাম হাত দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করিও না এবং পানি পান কর না। শয়তান বাম হাত দ্বারা পানাহার করে। (মুসলিম ১৪৯৫)

শিশুকে সাজের পর ঘরের বাহিরে রাখা যাবে না

সাজের সময় বা তার পরপর শিশুদেরকে ঘরের বাহিরে রাখার ব্যাপারে ইসলাম সতর্ক করেছে। কারণ শয়তান সাজের পর বাহিরে ঘোরা-ফেরা করে। ফলে শয়তান বা জ্বীন শিশুদেরকে ঘরের বাহিরে পেলে আছর করতে পারে। এমন কি শয়তান বা জ্বীন শিশুটিকে অভিভাবকের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আছাড় দিয়ে হত্যা করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَفَعَهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ، أَوْ أَمْسَيْتُمْ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

আর সাজের সময় তোমাদের শিশুদেরকে ঘরের ভিতরে আবদ্ধ রাখ। কেননা এ সময় জ্বীনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং (শিশুদের) ছিনিয়ে নেয়। (বুখারী ৩৩০৪; মুসলিম, হা: ৪২৯৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَنَّ اللَّيْلُ، أَوْ أَمْسَيْتُمْ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ،

وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

হযরত জাবির (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যখন সাজ হয়, তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে বাড়ির বাহিরে যেতে দিও না, কারণ সেই সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু অংশ পার হলে ছেড়ে দাও এবং ‘‘বিসমিল্লাহ’’ বলে ঘরের দরজা বন্ধ কর। কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। আর ‘‘বিসমিল্লাহ’’ বলে তোমাদের খাদ্য-দ্রব্যাদির পাত্রের মুখগুলো বন্ধ কর এবং ‘‘বিসমিল্লাহ’’ বলে পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ। বন্ধ করার কিছু না থাকলে কোন বস্তু (বিসমিল্লাহ) বলে রাখ। আর শয়নকালে বাতিগুলো নিভিয়ে দাও। (বুখারী; মুসলিম, বাসন ঢেকে রাখা অনুচ্ছেদ, হা: ৪১০৯)

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য

শিশু জন্মের পর থেকেই শিশুর প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব কর্তব্য শুরু হয়ে যায়। তা হলো জন্মের পরের দিন সকালেই মুসলিমদের আমীর এর নিকট থেকে অথবা তাকওয়াশীল কোন ব্যক্তির নিকট থেকে শিশুর তাহনীক করা ও দু’আ নেয়া, যা আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। অতঃপর পরের দিন সকলেই শিশুর নামকরণ করতে হবে অথবা সপ্তম দিনেও নাম রাখা যাবে এবং আক্বিকাহ করতে হবে। শিশুর নাম রাখার সময় অবশ্যই শিশুর সুন্দর নাম রাখতে হবে। এটা শিশুর হক।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» (رواه أبو داود، حديث رقم: 4948، ورواه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم: 21633)

হযরত আবু দারদা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের নাম এবং তোমাদের পিতার নামে বিচারের দিন ডাকা হবে। সুতরাং তোমরা উত্তম নাম রাখ। (মুসনাদে আহমাদ ২১৬৩৩; আবু দাউদ ৩৩৭৩)

অতঃপর সন্তান জন্মের পরপরই সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার প্রথম যেই কর্তব্য তা হলো সন্তানের কানের কাছে আস্তে আস্তে আযান দেয়া।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

হযরত আবু নাফে (রা:) বলেন, ফাতিমা (রা:) যখন হাসান ইবনু আলী (রা:) কে প্রসব করলেন, তখন আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে তার কানে ছলাতের আযানের মত আযান দিতে দেখলাম। (তিরমিযী, হা: ১৫১৪)

অবশ্যই ছলাতের আযানের মতই আযান দিতে হবে কোন কম-বেশি করা যাবে না। অতঃপর শিশু জন্মের পরের দিনই শিশুর নাম রাখা যাবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

হযরত আবু মূসা (রা:) বলেন, আমার একটি সন্তান জন্ম নিল। আমি তাকে রসূল ﷺ এর কাছে নিয়ে আসলাম। রসূল ﷺ তার নাম রাখলেন ইব্রাহীম এবং খেজুর দ্বারা তাহনীক করলেন। অতঃপর তার জন্য কল্যাণ ও বরকতের দু'আ করলেন এবং শিশুটি আমাকে ফিরত দিলেন। (বুখারী ৮২১)

অথবা শিশুর জন্মের সপ্তম দিন শিশুর নাম রাখতে হবে।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى»

হযরত সামুরা ইবনু জুনদুব (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, শিশু আক্বীকার সাথে আবদ্ধ থাকে। জন্মের সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করতে হবে, তার মাথা কামাতে হবে এবং তার নাম রাখতে হবে। (মুসনাদে আহমাদ; আবু দাউদ; নাসায়ী, হা: ৪১৫৩)

উক্ত হাদিছ থেকে পিতা-মাতার প্রতি শিশুর ৩টি হক উল্লেখিত হয়েছে। (১) সপ্তম দিনে শিশুর আক্বিকাহ। (২) সপ্তম দিনে শিশুর মাথা মুন্ডন অতঃপর চুলের ওজন অনুযায়ী রুপা ছদাকাহ। (৩) শিশুর সুন্দর নাম রাখা।

জানা প্রয়োজন: শিশুর জন্মের পর এক কানে আযান আরেক কানে একামত পদ্ধতিটি সুন্নাহ বিরোধী।

১। আক্বিক্বাহ

শিশু জন্ম নেয়ার সপ্তম দিনে আক্বিক্বাহ করার নিয়ম আক্বিক্বার জন্য ছাগল-ছাগী, ভেড়া-ভেড়ী, দুম্বা-দুম্বী এ যাতীয় পশু নির্বাচিত করতে হবে।

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى»

হযরত সালমান ইবনু আমের (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, শিশুর জন্মের সাথে আকীকা সম্পৃক্ত। সুতরাং তার পক্ষ থেকে তোমরা রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার শরীর হতে কষ্ট দূর কর। অর্থাৎ মাথার চুল কেটে ফেল। (ছহিহ বুখারী, আকিকা অনুচ্ছেদ, হা: ৪১৪৯)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»

হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, ছেলের পক্ষ থেকে সমপর্যায়ের ২টি ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগল যবেহ করতে হবে। (আবু দাউদ ২৮৩৬)

তবে কারো পক্ষে যদি ছেলের পক্ষে ২টি ছাগল বা ছাগী আকিকা দেয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে, তবে ছেলের পক্ষ থেকেও একটি ছাগল আকিকাহ করতে পারবে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا.

হযরত ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ হাসান ও হুসাইনের পক্ষ থেকে এক একটি করে দুম্বা আকীকা করেছিলেন। (আবু দাউদ; মিশকাত, হা: ৪১৫৫)

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْعُقُوقَ»، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ، وَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»

হযরত আমর ইবনু সোয়াইব (রা:) বলেন, আকিকা সমন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ অবাধ্যতা ভালোবাসেন না। যার সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তার বদলে পশু যবেহ করা আমি পছন্দ করি। ছেলের জন্য ২টি ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল। (আবু দাউদ; নাসায়ী ৪২১২)

মাসাআলা: বর্তমান প্রচলিত খাসি দিয়ে আকিকা করা বৈধ হবে না। (কিতাবুল উজহিয়্যাহ, পৃ: ৭৪)

উত্তম আকিকা হলো কন্যা সন্তানের জন্য একটি নারী জাতীয় পশু অর্থাৎ ছাগী, ভেড়ী বা মেয়ে দুম্বা।
আর পুরুষের জন্য দুইটি অথবা একটি পাঠা জাতীয় ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা। তবে কেউ যদি দরিদ্র বা অভাবী হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য শিশুর আকিকা করা জরুরত না। কেননা সচ্ছলদের জন্যই আকিকা করা সুন্নাহ।
মাসায়াল: আকিকার গোস্ত কুরবানীর গোস্তের ন্যায়।

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَخْرَمَةَ بْنَ بُكَيْرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقِيقَةِ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا، وَلَا تَكْسِرُوا عَظْمًا». (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

يستحب أن يأكل منها و يتصدق ويهدي كما قلنا في الأضحية

ইমাম নববী (রহি:) বলেন- ‘‘মুস্তাহাব হলো আকীকার মাংস থেকে (নিজেরা) খাওয়া, (গরীবদের মাঝে) সদকা করা এবং (বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে)

হাদিয়া পাঠানো। যেমন আমরা বলে এসেছি কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে।" (নাসায়ী : ৪২২৯; শরহু মা'আনিল আছার : ১০১৫)

আমি মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর বলি যে, "আকিকার পশু যবেহ করে তা রান্না করে কুরবানী পশুর বন্টনের মতই খাওয়া ও খাওয়ানো উত্তম।"

"আমি যখন 'উসামা' র আকিকা করি, তখন একটি শক্তিশালী ভেড়া ক্রয় করে এবং তা যবেহ করে তার সকল অংশ খিচুড়ির সাথে রান্না করি। অতঃপর তা হতে নিজেরা খাই, প্রতিবেশীদের খাওয়াই এবং সাথী-স্বজনদের খাওয়াই।"

"অতঃপর সেই ভেড়ার চামড়া বিক্রয় করে তার অর্থ অভাবী এক ব্যক্তিকে সাদাকা করি।"

◈ রান্না করে খাওয়ানোর ব্যাপারে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহি:) কে জিজ্ঞেস করা হলো, আকিকার গোস্ত কি রান্না করা হবে?

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। তাকে বলা হলো, তাদের জন্য এটা রান্না করা কঠিন হবে। তিনি বললেন, 'তারা সেটা সহ্য করবে।'

এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, 'এটা এজন্য যে, তিনি যখন মাংস রান্না করে দেবেন, গরীব, মিসকিন ও প্রতিবেশিদের আর রান্নার কষ্ট ও খরচটুকু বহন করতে হবে না। একটি ভালো কাজে তা নতুন মাত্রা যোগ করবে। নিয়ামতের শুকরিয়ায় এটি অতিরিক্ত হিসেবে বর্ধিত হবে। প্রতিবেশী, সন্তানাদি ও অভাবীরা এর মাধ্যমে আরও বেশি আনন্দিত হবে। কারণ যদি কাউকে রান্না করা এবং খাবারের জন্য একেবারে প্রস্তুত কোনো মাংস কাউকে দেওয়া হয় তবে তিনি ওই মাংস পাওয়া থেকে অবশ্যই অধিক খুশি হবেন, যাতে পাকানো ও রান্নার কষ্ট সহ্য করার প্রয়োজন রয়েছে।' (তুহফাতুল মাওদূদ : ৫৯-৬০)

ইমাম মালেক (রহি:) বলেন- "আমি আমার সন্তানের আকীকা দিয়েছি। প্রথমে যেসব ভাই ও অন্যদের দাওয়াত দিয়েছি তাদের যা খাওয়াবার ইচ্ছে করেছি তা জবাই করলাম। তারপর তাদের খাবার প্রস্তুত করলাম। এরপর আকীকার ছাগল জবাই করলাম। তা থেকে প্রতিবেশীদের হাদিয়া দিলাম। পরিবারের লোকেরা মাংস খেল। হাড়-হাড্ডি যা অবশিষ্ট ছিল সেগুলো

টুকরো করে রান্না করলাম। তারপর প্রতিবেশীদের আবার সেগুলো খাওয়ার দাওয়াত দিলাম। তারা খেল আর আমরাও খেলাম। মালিক রহ. বলেন, অতএব যার অর্থের প্রাচুর্য রয়েছে, আমি চাই তিনি এমন করবেন। আর যার নাই, তিনি আকীকা জবাই করবেন এবং সেখান থেকে খাবেন ও খাওয়াবেন।" (আল-মুনতাকা : ৩/১০৪)

আকিকার পশুর চামড়া সম্পর্কে ইমাম ইবনে রুশদ (রহি:) বলেন-

وَأَمَّا حُكْمُ لَحْمِهَا وَجِلْدِهَا وَسَائِرِ أَجْزَائِهَا فَحُكْمُ لَحْمِ الضَّحَايَا فِي الْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْعِ الْبَيْعِ

"আকীকার মাংস, চামড়া এবং এর যাবতীয় অংশের বিধান খাওয়া, সদকা করা ও বেচার দিক থেকে কুরবানীর পশুর মতোই।" (বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১৩৭৭)

وَيُبَاعُ جِلْدُهَا وَرَأْسُهَا وَسَوَاقِطُهَا وَيُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ

ইমাম ইবনে হাম্বল (রহি:) বলেন- "চামড়া, মাথা এবং বর্জ্য বিক্রি করা হবে এবং তা সদকা করা হবে।" (তুহফাতুল মাওদূদ ৭০; কাশশাফুল কিনা ৩/৩১)

২। সপ্তম দিনে শিশুর মাথা মুণ্ডন করা

শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে শিশুর মাথা কামানোর পর চুলের ওজন পরিমাণ রুপা সদাকা করা উত্তম।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً». قَالَ عَلِيٌّ: فَوَزَنَّاهُ، فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ.

হযরত মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু হুসাইন (রহিঃ) বলেন, আলী ইবনু আবি তালিব (রা:) বলেছেন, আল্লাহর রসূল ﷺ হাসানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আকিকা করলেন এবং বললেন, হে ফাতিমা! তার মাথাটি কামিয়ে দাও এবং চুলের ওজন পরিমাণ রুপা ছদকাহ কর। আলী (রা:) বলেন, আমরা

তার চুলগুলো ওজন করলাম। তার ওজন এক দিরহাম বা তার চাইতে কিছু কম হলো। (তিরমিযী; মিশকাত, হা: ৪১৫৪)

৩। শিশুর সুন্দর নাম রাখা

শিশুর জন্মের পরের দিন অথবা সপ্তম দিনে শিশুর ভালো নাম রাখা পিতা-মাতার কর্তব্য। নাম রাখার সময় অবশ্যই শিশুর সুন্দর নাম রাখতে হবে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» (رواه أبو داود، حديث رقم: 4948، ورواه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم: 21633)

হযরত আবু দারদা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের নাম এবং তোমাদের পিতার নামে বিচারের দিন ডাকা হবে। সুতরাং তোমরা উত্তম নাম রাখ। (মুসনাদের আহমাদ ২১৬৩৩; আবু দাউদ ৩৩৭৩)

নামসমূহের মধ্যে যেই নাম আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় সেগুলো রাখা বিষয়ে-

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ».

হযরত ইবনু উমার (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের নামসমূহের মধ্যে আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দের নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। (মুসলিম, হা: ৪৭৫২)

আল্লাহর রসূল ﷺ মন্দ নামগুলো পরিবর্তন করে দিতেন :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، فَقَالَ: «مَا اسْمُهُ؟» قَالُوا: فُلَانٌ، قَالَ: «لَا، بَلِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

হযরত সাহল ইবনু সা'দ (রা:) বলেন, যখন মুনযির ইবনু আবু উসাইদ জন্ম গ্রহণ করল, তখন তাকে আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে আনা হলো। তিনি তাকে স্বীয় উরুর উপর রাখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন এর নাম কি?

উত্তর দাতা বললেন, অমুক, তখন আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, না, এর নাম মুনযির। (ছহিহ বুখারী; মুসলিম, হা: ৪৭৫৯)

حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ اسْمِي بَرَّةَ، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ، وَقَالَ: «لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ» (رواه مسلم)

হযরত যাইনাব বিনতু আবু সালামা (রা:) বলেন, আমার নাম রাখা হয়েছিলো বাররা (পূণ্যবতী)। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, নিজের পবিত্রতা নিজে প্রকাশ কর না। তোমাদের মধ্যে কে পূণ্যবান তা আল্লাহ তা'য়ালাই অধিক জানেন। তোমরা তার নাম রাখ যাইনাব। (মুসলিম; মিশকাত, হা: ৪৭৫৬)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، وَقَالَ: «أَنْتِ جَمِيلَةُ»

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা:) বলেন, উমার (রা:) এর এক কন্যাকে আছিয়া নামে ডাকা হত। আল্লাহর রসূল ﷺ তার নাম পরিবর্তন করে জামিলা রাখলেন। (মুসলিম, হা: ৪৭৫৮)

যেই নামগুলো অপছন্দ

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَيُقَالُ: لَا، فَلَا يَكُونُ إِلَّا هُوَ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، ح: ٢١٣٧)

হযরত সামুরা ইবনু জুনদুব (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তুমি কখনো তোমার গোলামের নাম ইয়াসার (অর্থ প্রশান্তি), রাবাই (অর্থ লাভ), নাজীহ (অর্থ প্রয়োজন পূরণকারী) ও আলফাহ (অর্থ মুক্তি) রেখ না। এসব নাম না রাখার কারণ উল্লেখ করে নাবী ﷺ বলেন, যখন তুমি তার নাম ধরে জিজ্ঞেস করবে, অমুক এখানে আছে? আর সে যদি সেখানে উপস্থিত না থাকে, তখন কেউ বলবে নেই, তখন এর অর্থ হবে প্রশান্তি এখানে নেই। (মুসলিম; মিশকাত, হা: ৪৭৫৩)

উক্ত হাদিছ থেকে এটাও বুঝা যায় যে, বাংলাতে কারো নাম মুক্তি, শান্তি, ইত্যাদি রাখা যাবে না। কেননা, এই নামগুলোও উক্ত হাদিছের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ».
قَالَ سُفْيَانُ: "مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ".

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কাছে কিয়ামাতের দিন অধিক ঘৃণিত সেই নামওয়ালা, যার নাম রাখা হয়েছে শাহানশাহ অর্থাৎ রাজাধিরাজ। (বুখারী; মিশকাত, হা: ৪৭৫৫)

উক্ত হাদিছে প্রতিয়মান হয় যে, কারো নাম বা উপাধি নাম শাহানশাহ রাখা যাবে না। বর্তমানে দেখা যায় যে, অনেক পীরের নামে উপাধী থাকে শাহানশাহ; কোন মানুষের জন্য এই নাম বা উপাধি রাখা ঘৃণিত। যেই নামগুলো রাখবেন- কুরআন ও হাদিছে বর্ণিত মহান আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতি নামগুলো রাখা যাবে যেই নাম গুলো রাখতে হাদিছে নিষেধ নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি নামের পূর্বেই আব্দ অর্থাৎ গোলাম শব্দটি যুক্ত করতে হবে। তবে আল্লাহর নাম রাখা যাবে না।

অতঃপর, আল্লাহর রসূলগণের নামে নাম রাখা যাবে-

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي»

হযরত জাবির (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- তোমরা আমার নাম অনুযায়ী নাম রাখ, কিন্তু আমার উপনাম অনুযায়ী নাম রেখ না। (ছহিহ বুখারী; মুসলিম; মিশকাত, হা: ৪৭৫১)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

✿ সমাপ্ত ✿

নোট/মন্তব্য:...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

নোট/মন্তব্য:

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ এর লিখিত বইসমূহঃ

১. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ
২. তা'লিমুত তাওহীদ
৩. তাওহীদ আল ইবাদাহ
৪. ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা
৫. রসূল ﷺ এর শিখানো ছলাত
৬. ইসলাম পালনের মুলনীতি
৭. আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে
৮. মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য)
৯. বিচার দিবস
১০. ইসলামে ব্যক্তিজীবন
১১. ইসলামে পারিবারিক জীবন
১২. ইসলামে সামাজিক জীবন
১৩. মুক্তির পয়গাম
১৪. তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত
১৫. দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা
১৬. ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ বণ্টন নীতি
১৭. আল্লাহর পথের পথিক
১৮. গাজওয়াতুল হিন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা
১৯. সীরতে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আরাবী ﷺ
২০. তরজমায়ে সুরহ মুহাম্মাদ
২১. আমরা কি চাই, কেন চাই, কিভাবে চাই
২২. সংক্ষিপ্ত দৈনন্দিন সুন্নাহ
২৩. কিতাবুল উযহিয়্যাহ
২৪. তালিমুল আদাব (১ম ও ২য় পর্ব)
২৫. কিতাবুত তাজউইদ

অন্তিম
প্রকাশনী